চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন

তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন : একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ
অধ্যক্ষ
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা।

বরাবর
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

গবেষণা প্রতিবেদন

তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন : একটি সমীক্ষা

বরাবর

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

উপস্থাপনায়

মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ
অধ্যক্ষ
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূইয়া
অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

গবেষণা এলাকা : বান্দরবান (লামা ও আলীকদম) ও কক্সবাজার (চকরিয়া)

প্রকল্প ব্যয় : ৩,১০,০০০ (তিন লক্ষ দশ হাজার) টাকা

গবেষণা কাল : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমাজসেবা অধিদপ্তর একটি বহুমুখী কর্মসূচি সমৃদ্ধ দপ্তর। এ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য দক্ষ, যোগ্য, সক্ষম ও প্রতিশ্রুতিশীল সমাজকর্মী গড়ে তোলা। অপরদিকে অধিদপ্তর পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহের ফলপ্রসূতা যাচাই, নতুন কর্মসূচি গ্রহণ, কর্মসূচি উপযোগীকরণ ও কর্মসূচিসমূহের উপযুক্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ণয়ে সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরে অর্থায়নে **'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন: একটি সমীক্ষা'** শীর্ষক গবেষণা নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিপরীতে কাযাদেশ প্রদান করা হয় এবং দাখিলকৃত গবেষণা প্রস্তাব অনুসারে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এ গবেষণা সফলভাবে সমাপ্তকরণে সর্বাত্তক সহযোগিতার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতি। যারা সুদক্ষ নেতৃত্বে গবেষণা কর্মসহ অধিদপ্তরের সকল কাজ দক্ষতার সহিত বাস্তবায়িত হচ্ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের প্রতি, যার একান্ত নির্দেশনায় এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি উপপরিচালক (প্রকাশনা, মূল্যায়ন ও গবেষণা) মহোদয়ের প্রতি, যিনি এ গবেষণা কর্ম পরিচালনায় সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয় সাধন করছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা কমিটির সদস্যবর্গের প্রতি, যারা এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছেন এবং সম্পাদিত গবেষণা কর্মের সার্বিক বিষয় মূল্যায়ন করছেন।

তামাক একটি কৃষিজাত পণ্য ও অর্থকরী ফসল। কিন্তু এ চাষ প্রণালী পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করছে। এ চায় স্থানীয় ভাবে বৃক্ষ নিধন, প্রাকৃতিক বিপযয়, প্রান্তিক চাষীদের স্বাস্থ্যহানি এবং আর্থসামাজিক বিপযয়ের অন্যতম কারণ। প্রাকৃতিক বিপযয় প্রতিরোধ ও পরিবেশ বিরোধী সচেতনতা জাগ্রতকরণে এ গবেষণার ফলাফল ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যায়। এ গবেষণার লক্ষ্য অর্জনে তথ্য সংগ্রহকারীগণ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও মতামত ব্যক্ত করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংশ্লিষ্ট এলাকার বযস্কভাতা গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যগণের প্রতি, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্ণিত গবেষণা কর্মে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা এলাকার উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি যার যথাযথ মতামত প্রদানের মাধ্যমে এ গবেষণা কর্ম সমৃদ্ধকরণে সহায়তা করেছেন।

এ গবেষণা প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট সহকারী গবেষক, তথ্য সংগ্রহকারী, প্রধান তথ্য সংগ্রহকারী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটরসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরিবারের সদস্যবর্গের প্রতি যাদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় এ গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

একটি গবেষণার সফলতা নির্ভর করে সঠিক ও কার্যকর গবেষণা পদ্ধতির উপর। এ গবেষণা সফলভাবে সমাপ্তকরণে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দীন ভূঁইয়া (অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এর প্রতি। তিঁনি এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গবেষণা এলাকা নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ গবেষণা কার্য সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

আশা করা যায় এ গবেষণার ফলাফল তামাক চাষের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্টগণ অবহিত হবেন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত বিপেযয়ের ক্ষেত্রে এরূপ চাষ প্রণালীর ক্ষতিকর চিত্র এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। ফলে এ গবেষণার ফলাফল দেশের প্রান্তিক কৃষক ও স্থানীয় মহলকে বিকল্প চাষ প্রবর্তনে অধিকতর সচেতন করবে মর্মে আশা করা যায়। গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ পরিবেশ বিরোধী পরিকল্পনা গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমাজিক সংগঠনসমূহের জন্য সহায়ক হবে। বিশেষত সামাজিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল প্রচারে সাধারণ কৃষক পরিবেশ বিরোধী ক্ষতিকর তামাক চাষ সম্পর্কে সচেতন হবে। এতে একটি অঞ্চল পরিবেশের বিপযয় হতে রক্ষা পাবে। এ গবেষণা স্থানীয়ভাবে পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে মর্মে আশা করা যায়।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৫৮৬১৬৬৬২, ৯৬৭০৪১২, পিএবিএক্স: ৯৬৬১৯০০-৭৩, এক্স, ৮৪৮০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৬৭০৪১২, ওয়েবসাইট: www.iswr.du.ac.bd
ইমেইল: iswrdu.ad@gmail.com, info@iswr.du.ac.bd

Institute of Social Welfare and Research
University of Dhaka
Dhaka-1205, Bangladesh
Tel: 880-2-58616662, 9670412, PABX: 9661900-73, Ext. 8480
Fax: 880-2-9670412, Website: www.iswr.du.ac.bd
E-mail: iswrdu.ad@gmail.com, info@iswr.du.ac.bd

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ কর্তৃক পরিচালিত **'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন: একটি সমীক্ষা'** শীর্ষক গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অর্থায়নে পরিচালিত উল্লেখিত গবেষণাটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণাটি মূলত একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নমুনা জরিপ। এ গবেষণার প্রাথমিক তথ্য গবেষণা এলাকার তামাক চাষীদের হতে নমুনায়ন পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি কাঠামোবদ্ধ (Structured) ও খোলা প্রশ্নপত্রের (Unstructured) আলোকে তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ হতে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা প্রস্তাবণা প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, গাইড লাইন প্রস্তুত, তথ্য সংগ্রহকালে তত্ত্বাবধান, KII (Key Informant Interview) পরিচালনা, ফলাফল উপস্থাপনায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ নিয়ে গবেষক গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেছেন। সর্বোপরি গবেষক গবেষণার প্রতিবেদন তৈরীর কাঠামো নির্ধারণে আমার পরামর্শ গ্রহণ করেছে এবং গবেষণার ফলাফল চূড়ান্ত করেছেন। এ গবেষণা পরিচালনায় সকল নীতি ও নৈতিক মানদন্ড অনুসরণ করা হয়েছে। তাই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি সম্পাদিত এ গবেষণার মৌলিকত্বের স্বীকৃতি প্রদান করছি।

তামাক একটি কৃষিপণ্য। ইহা দেশের অর্থকরী ফসল হিসেবেও বিবেচিত। দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার উল্লেখযোগ্য আবাদযোগ্য কৃষি জমি তামাক চাষের আওতাভুক্ত। এ অঞ্চলের কৃষক সমাজ দীর্ঘকাল যাবৎ স্থানীয় কৃষকগণ তামাক চাষের মাধ্যম জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছে। এতে স্থানীয় পরিবেশ ও আর্থসামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। একটি চাষ প্রণালীর মাধ্যমে কিভাবে একটি বিস্তৃত এলাকা পরিবেশগত বিপযয়ের সম্মুখীন এবং একজন দরিদ্র্য কৃষক কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তার সঠিত তত্ত্ব উদঘাটনের লক্ষ্যে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা হয়।

আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করছি এ গবেষণার সুপারিশ স্থানীয় পরিবেশের ভারসম্য রক্ষা করা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন,তামাক চাষের বিকল্প চাষ প্রবর্তন ও সামাজিক সচেতনতা জাগ্রতকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। এ গবেষণা পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক, গবেষক ও জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনন্য তথ্য ভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হইবে।

ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূইয়া
অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়	:	সারসংক্ষেপ	৬-৭
		ভূমিকা	৮
		গবেষণার যৌক্তিকতা	৯
		গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১০
		গবেষণার উদ্দেশ্য	১১
		প্রত্যয় সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা	১২
		গবেষণার পদ্ধতি	১২-১৩
		গবেষণার ফলাফল উপ	১২-১৩
২য় অধ্যায়	:	গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ	১৪
		ক. তামাকচাষী জনমিতিক তথ্য	১৫-১৯
		খ. তামাকচাষী আর্থসামাজিক তথ্য	২০-২৫
		গ. তামাক চাষ সম্পর্কিত তথ্য	২৬-৩৩
		ঘ. তামাক চাষীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা	৩৪-৩৯
		ঙ. তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাব	৪০-৪৫
৩য় অধ্যায়	:	KII (Key Informent Interviw) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ	৪৬-৫২
৪র্থ অধ্যায়	:	FGD পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ	৫৩-৫৬
৫ম অধ্যায়	:	গবেষণার উপসংহার ও সুপারিশমালা	৫৭-৫৮
৬ষ্ঠ অধ্যায়	:	পরিশিষ্ট	
		তথ্য সংগ্রহের সাক্ষাৎকার অনুসূচি	৫৯-৬১
		গবেষণা সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন	৬২-৬৩
		গবেষণা দলের পরিচিতি	৬৪

সারসংক্ষেপঃ

তামাক একটি কৃষিপণ্য। ইহা দেশের অর্থকরী ফসল হিসেবেও বিবেচিত। দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার উল্লেখযোগ্য আবাদযোগ্য কৃষি জমি তামাক চাষের আওতাভূক্ত। এ অঞ্চলে দীর্ঘ একযোগ সরকারি চাকরি করা এবং স্থানীয় হিসেবে তামাক চাষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করেছি। একটি চাষ প্রণালীর মাধ্যমে কিভাবে একটি বিস্তৃত এলাকা পরিবেশগত বিপযয়ের সম্মুখীন এবং একজন দরিদ্র্য কৃষক কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তার সঠিত তত্ত্ব উদঘাটনের লক্ষ্যে "তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা হয়।

তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্সামাজিক প্রভাব অতি ভয়াবহ। বান্দরবান জেলায় গত ১০ বছরে তামাক চাষ বেড়েছে ২০ গুন। বেসরকারি হিসাব মতে জেলায় মোট চাষের পরিমান প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর। যেখানে তামাক উৎপাদন হয় ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বেল। (১ বেল =৪০ কেজি)। মাঠে উৎপাদিত তামাক পাতা পোড়ানো হয় তন্দুল নামে পরিচিত চুল্লিতে। ১ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয় গড়ে ৭০ বেল তামাক এবং পোড়াতে প্রয়োজন হয় ৪ (চার) টন জ্বালানী। ১ কেজি তামাক পোড়াতে প্রয়োজন হয় ৫ কেজি জ্বালানী। তামাক পাতা পোড়ানোর জন্য প্রতিবছর ১ লক্ষ টন জ্বালানী কাঠ স্থানীয় বন হতে সংগ্রহ করা হয়। ফলে ক্রমেই বন উজাড় হচ্ছে। যা পরিবেশের জন্য বিরাট হুমকী।

প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করা সম্ভব হবে। তামাক চাষে জড়িয়ে একজন কৃষক কিরুপে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পরিবেশগত বিপর্যয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি এ গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষের বিকল্প অন্যান্য কৃষি পণ্যে কিভাবে কৃষকদের উদ্ভদ্ধ করা যায় তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। মানুষ জীবন ও জীবিকার উদ্দেশ্যে চাষাবাদ করে। পার্বত্য বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার তামাক চাষীগণ অধিক মুনফা ও আর্থ-সামাজিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে তামাক চাষে নিয়োজিত হয়। দেশীয় ও বহুজাতিক তামাক কোম্পানীসমূহ স্থানীয় চাষীদের চাষে প্রলুব্ধ করে বিবিধ মাধ্যমে। যেমনঃ ঋণ প্রদান, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও তামাক পণ্য ন্যায্য মূল্যে ক্রয়ের নিশ্চিয়তা প্রদান ইত্যাদি। কিন্তু বছর শেষে দেখা যায় তামাক চাষীগণ ক্রমাগতভাবে ঋণগ্রস্থ হয়, দেউলিয়া হয়, দেশান্তরী হয়, বসতভীটা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করছে। এ চাষে জড়িয়ে চাষীদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রান্তিক কৃষকগণ দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে পারছে না। অন্যদিকে তামাক চাষপ্রক্রিয়ার একটি অন্যতম জ্বালানী কাঠ। যা তামাক কিউরিং এর জন্য প্রয়োজন হয়। যার যোগান হয় স্থানীয় বনভূমি ও বসত ভীটা হতে। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট, বনভূমি উজাড় ও পরিবেশের ভারসম্য বিনষ্ট হচ্ছে। জীবীকার তাগিদে কৃষক চাষাবাদ করে। কিন্তু একটি চাষাবাদ কিভাবে প্রান্তিক মানুষকে নিঃস্ব করে, ঋণগ্রস্থ করে এবং পরিবেশের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধন করে তা কৃষকের অজানা। যার কোন সঠিক পরিসংখ্যান ও তথ্য কোন দপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। তামাক চাষের ক্ষতিকর বিবিধ প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। স্থানীয় ভাবে পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ এবং দরিদ্র্য কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক চাষ প্রণালী সম্পর্কে সচেতনতামূলক উদ্যোগ নাই। এ গবেষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য উপযোগী তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে।

প্রস্তাবিত এ গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষ প্রণালীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ গবেষণার মাধ্যমে জানা সম্ভব হবে তামাক চাষ প্রণালী প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব রাখার সক্ষমতা যাছাই , পরিবেশবান্ধব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিপূর্ণ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এ গবেষণা তামাক চাষের বিকল্প হিসেবে অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদনে কিভাবে কৃষকদের উদ্ভদ্ধ করা যায় তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি এ গবেষণা কোন কোন চাষাবাদ দেশের দারিদ্র্য

বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে। শে বর্তমান প্রচলিত তামাক চাষের আর্থ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করা এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক চাষীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই সীমিত। ৬০.৬২ শতাংশ কৃষকের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের উর্ধ্বে নয় এবং ২২.৫ শতাংশ কৃষক স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। একক পরিবার সম্পন্ন অধিক হারে তামাক চাষ করে যার হার ৯৮.৭৫ শতাংশ।

তামাক চাষীদের আয় স্বল্প। যা মাত্র ১০ হাজার টাকার উর্ধ্বে মর্মে মন্তব্য করেছেন ৯৭.৫ শতাংশ কৃষক। মাসিক ব্যয় ৭৯.৩৮ শতাংশ মর্মে মন্তব্য করেছেন উত্তরদাতা কৃষকগণ। আবার মাসিক কোন সঞ্চয় নাই মর্মে মন্তব্য করেছেন ৯৬.২৫ শতাংশ কৃষক। তাদের আবাসন ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়। ৬৮.৭৫ শতাংশ কৃষক কাঁচা বাড়িতে বসবাস করে।

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ৪০ শতাংশ কৃষক নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করে এবং প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষক বর্গা বা লাগিয়ত করে চাষাবাদ করে। তামাক চাষীদের অর্থায়ন করে তামাক কোম্পানিসমূহ যার হার ৪৫.৬২ শতাংশ এবং এনজিও হতে সংস্থান করে ১৩.৭৫ শতাংশ। তামাক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ তামাক কোম্পানিসমূহ শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এতে কৃষক ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হয়।

৭০ শতাংশ কৃষক মনে করে তামাক চাষ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ৯৫.৬২ শতাংশ কৃষক মনে করে তামাক চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। শতভাগ কৃষি মনে করে তামাক চাষ পরিবেশবান্ধব নয়। তাই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তামাক চাষের বিকল্প চাষ প্রনর্তনে সামাজিক সচেতনতা জোরদার করা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ জরুরি।

ভূমিকা :

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধনা দেশ। দেশের অধিকাংশ মানুষের পেশা কৃষি। দেশের বর্তমান জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বর্তমান প্রচলিত চাষের মধ্যে তামাক অন্যতম। সবুজ পাতা বিশিষ্ট এ তামাক দেশের অর্থকরী ও নেশা জাতীয় ফসল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তামাক চাষ হয়। যেমনঃ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, চাপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নঁওগা, গাইবান্ধা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ইত্যাদি। বৃটিশ আমলের নীল চাষের মতো তামাক কোম্পানীগুলো ক্ষুদ্র চাষীদের নানাবিধ সুবিধা দিয়ে তামাক চাষে প্রলুব্ধ করছে। এতে প্রান্তিক কৃষক ধান ও রবি শষ্যের চাষ পরিহার করছে। ফলে তামাক অধ্যুষিত এলাকায় ধান, তরকারী ও শাক-সব্জীর সংকট চরমে। একই সাথে তামাক প্রক্রিয়াকরণে ব্যপক জ্বালানী নিধন করতে হয়। যার সংস্থান হয় স্থানীয় ভাবে। তাই তামাক চাষ সংশ্লিষ্ট এলাকা বৃক্ষ নিধনের শিকার হয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা ক্রমাগত প্রাকৃতিক বিপর্য়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

তামাক ইংরেজি শব্দ (Tobaco)। এ শব্দ এসেছে স্প্যানিশ (Tabaco) থেকে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কলাম্বাস এবং তার পরবর্তী অভিযাত্রীগণ আমেরিকায় তামাকের সন্ধান পান। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের তামাক সেবন করতে দেখেন। তখন তামাক প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং দেশজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। ঔপনিবেশিকদের মাধ্যমে তারা তামাক স্পেন ও পর্তুগাল হয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং পরে এশিয়া ও আফ্রিকায় তামাক প্রবেশ করে। আমাদের দেমে ঠিক কখন তামাকের প্রচলণ শুরু হয় তার কোন সন তারিখ কারও জানা নেই। তবে ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ নাবিকদের মাধ্যমে এদেশে তামাক আমদানী, চাষ ও প্রচলণ শুরু হয় তা এক প্রকার নিশ্চিত।

বাংলাদেশ কৃষি জমির পরিমান আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। প্রতিবছর আবাদাযোগ্য জমির ১ (এক) শতাংশ জমি অকৃষি জমিতে পরিনত হচ্ছে। অপর দিকে দেশে ফসলী জমির পরিমানও দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষকেরা অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় প্রথাগত চাষ থেকে বেরিয়ে ভিন্ন রকম শস্য ও ফসল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে। তামাক চাষ যার অন্যতম উদাহরণ। কৃষি সম্প্রসারণ অদিদপ্তরের হিসাব মতে দেশে মোট তামাক চাষের পরিমান ৪৬,৪৪২ হেক্টর। বেসরকারি হিসেবে যার পরিমান ১ লক্ষ হেক্টরের উর্ধ্বে। বিশ্বে তামাক চাষে কৃষি জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪ তম। বিশ্বে তামাক উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ১২ তম। তামাক চাষে সরকারের রাজস্ব আদায় হয় ২২,৮২০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রতিবছর দেশে অর্থনৈতেক ক্ষতির পরিমান অনেক বেশি। দেশে বার্ষিক চিকিৎসা ব্যয় ও উৎপাদনশীলতা ক্ষতির পরিমান ৩০,৫৬০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সর্বোচ্চ তামাক ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে ধুমপায়ী ব্যক্তির সংখ্যা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ । প্রাপ্ত বয়ষ্ক ব্যক্তির মধ্যে ৩৫.৩ শতাংশ ব্যক্তি ধূমপানে অভ্যস্ত। তামাক সেবনকারীরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যেমনঃ মুখ ও গলায় ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার, হাপানী , পেটে ঘা, হৃদরোগ, যৌন ক্ষমতা হ্রাস, পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), দীর্ঘস্থায়ী শাসকষ্ট, যক্ষা, বিবর্ন ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত, ক্ষতিগ্রস্থ মাড়ি, গর্ভপাত, মৃত শিশু, কম ওজন সম্পন্ন শিশুর জন্ম ইত্যাদি। বিশ্বে প্রতিদিন ১৩ হাজার মানুষ তামাকের কারণে মৃত্যুবরণ করে।

দেশের অধিকাংশ কৃষক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। কোন কোন চাষাবাদে একজন কৃষক নিজে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পতিত হয়। এতে চুড়ান্ত রূপে তার আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। তামাক চাষ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসম্য বিরোধী চাষাবাদ। যাহা একটি ভয়ংকর কৃষি পণ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) তথ্য মতে ৬ (ছয়) টি প্রধান কৃষি পণ্যের মধ্যে তামাক অন্যতম। কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় তামাকের চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । গত দশ বছরে বান্দরবান জেলায় তামাকের চাষ ২০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কমছে কৃষি জমি ও ফসলের চাষ। তামাকের আগ্রাসনে ধান, আলু, বেগুন, মুলা, সীম, টমেটো, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ ইত্যাদি শীতকালীণ ফসল বিলুপ্তির পথে। ফলে স্থানীয়ভাবে খাদ্য ও সবজীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার তামাকচাষীগণ অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় তামাক চাষ করে চলছে। কিন্তু বছর শেষে তারা আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ তামাক পন্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা তামাক চাষীদের হাতে নেই। উৎপাদিত তামাকের মূল্য নির্ধারণের একক ক্ষমতা তামাক কোম্পানীদের হাতে। স্থানীয় তামাক কোম্পানীগুলোর প্রভাবে তামাক চাষের খপ্পর হতে বাহির হওয়া চাষীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আবার তামাক চাষীরা চরমভাবে স্বাস্থ্য সমস্যা, নার্ভাস ও শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় ভোগেন। তামাক চাষে জড়িত কৃষকগণ আর্থ- সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাতের গবেষণার তথ্য মতে দেশে তামাকজাত পন্য ব্যবহারে প্রতিবছর ৭৬ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়। এতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীট ক্ষতি ১৬ হাজার ৬৩২ কোটি টাকা। উত্তরদাতা তামাক চাষীদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য জানা।

'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণার মূল লক্ষ্য তামাক চাষের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া। যার লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ তামাক চাষের বিরুপ আর্থ সামাজিক প্রভাব নির্ণয় করা, পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান নিরুপন করা, স্বাস্থ্যগত শারীরিক ঝুঁকি সম্পর্কে জানা, তামাক বিকল্প চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা। গবেষণা পরবর্তী গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও ধারণা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা। যাতে তামাক চাষ অধ্যুষিত এলাকায় তামাক চাষের পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব এবং আর্থসামাজিক বাধা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আশা কারা যায় এ গবেষণার ফলাফল তামাক চাষের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা:

তামাক বাংলাদেশের একটি ভয়ংকর কৃষি পণ্য। তামাক চাষে জড়িয়ে দেশের বিপুল সংখ্যক কৃষক আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং স্বাস্থ্য ঝুকিঁর মুখোমুখি। আবার তামাক চাষ প্রণালী পরিবেশের জন্য হুমকি ও বনভূমি উজাড়ের অন্যতম কারণ। সংবিধানে ১৪ নং অনুচ্ছেদের উল্লেখ "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"। অনুচ্ছেদ ১৮ নং (১) "জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬ তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত পন্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ু'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ফ্রেশওয়ার্ক কনভেনশনের জন্য টোব্যকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)' শীর্ষক ঘোষণা পত্রে ২০০৩ সালের ১০ মে অনুস্বাক্ষর হয়। তথাপী দেশে তামাক চাষ ও তামাক পণ্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে (২০১৭ সালের হিসাবে) প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ (সংখ্যায় ৩ কোটি ৭৮ লাখ মানুষ)। বাংলাদেশ বিশ্বে এখনো সর্বোচ্চ তামাক ব্যবহারকারীর মধ্যে অন্যতম। এখানে তামাকজাত পণ্য অত্যন্ত সস্তায় পাওয়া যায় এবং যার দাম কমানোর জন্য উৎপাদনকারীরাই দেনদরবার করে। তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে দারিদ্র কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রস্তাবিত গবেষণার মূল লক্ষ্য। পরিবেশ ও জন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর চাষ হতে দরিদ্র্য কৃষকদের নিবৃত্ত করা এবং বিকল্প চাষাবাদ গ্রহণ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা প্রদান প্রস্তাবিত গবেষণার মূল লক্ষ্য।

টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব সমাজ আমাদের কাম্য। প্রস্তাবিত গবেষণা একটি তথ্য উদঘাঠনমূলক প্রচেষ্টা। যার মাধ্যমে একটি চাষপ্রণালী দেশে একটি অঞ্চলে কিরূপ ক্ষতি সাধন করছে তা নির্ণয় করা। এ গবেষণার প্রশ্নসমূহ নিম্নরূপ:

১. তামাক চাষ প্রণালী কী পরিবেশবান্ধব নাকি পরিবেশের বিপযয় সাধন করে ?

২. তামাক চাষের ফলে গবেষণা এলাকায় কি পরিমাণ পরিবেশগত ক্ষতি সাধিত হচ্ছে?

৩. তামাক চাষের মাধ্যমে কৃষকগণ নিজেদের দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারছে কী ?

৫. এরূপ চাষাবাদ প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম কী ?

৬. দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে প্রান্তিক কৃষকদের সচেতন করা এবং বিকল্প চাষ গ্রহণে কিরূপ উদ্যোগ গ্রহণ স্থানীয়ভাবে জরুরী ?

গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

যে কোন গবেষণা একটি জঠিল ও সৃজনশীল কর্ম। পরিচালিত গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং প্রাকৃতিক বিপযয়ের হাত থেকে একটি অঞ্চলকে রক্ষা করা। তাছাড়া তামাক চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে সচেতন করা। তামাক চাষ , তামাক চাষ প্রণালী ও চাষের ক্ষতিকর প্রভাবমূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা ইতোপূর্বে পরিচালিত হয়নি। গবেষণালব্ধ জ্ঞান, পেশাগত অভিজ্ঞতা ও স্থানীয়ভাবে লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এ গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা হয়। তথাপী গবেষণা পরিচালনায় স্বল্প অভিজ্ঞতা, বাজেট স্বল্পতা, স্বল্প নমুনায়ন ও সীমিত এফজিডি'র মাধ্যমে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। সম্পাদিত গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. গবেষণা এলাকা ও নমুনার আকার সীমিত পযায়ে ছিল। গবেষণা এলাকা বান্দরবান ও কক্সবাজার ৩ (তিন) টি উপজেলার ৩ (তিন) টি ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই গবেষণার ফলাফল সমগ্র দেশের তামাক চাষের সাথে সাধারণীকরণা করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

২. গবেষণা পরিষদ বৃহৎ। স্বল্প সময় ও সীমিত বাজেটের কারণে এ গবেষণা কায পরিচালনা করা কষ্ঠসাধ্য হয়েছে।

৩. তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাব সংশ্লিষ্ট কোন গবেষণার তথ্য বা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। তাই সাহিত্য সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে বই, জার্নাল ও পত্রপত্রিকা হতে প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৪. সীমিত বাজেট ও অনভিজ্ঞ তথ্য সংগ্রহকারীর কারণে গষেণার উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

৫. উত্তরদাতাগণ অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ উত্তর প্রদানে অনাগ্রহ

৬. এ ধরণে গবেষণা কর্ম পরিচালনায় তামাক কোম্পানীসমূহ হতে পরোক্ষা বাধার সম্মুক্ষিণ হতে হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য ২ (দুই) টি। যথা:

১. **সাধারণ উদ্দেশ্য:** দেশে বর্তমান প্রচলিত তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ সামাজিক প্রভাব যাচাই করা।

২. **বিশেষ উদ্দেশ্য :** প্রস্তাবিত গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

১. উত্তরদাতা তামাক চাষীদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য জানা।

২. তামাক চাষের বিরুপ আর্থ সামাজিক প্রভাব নির্ণয় করা।

৩. তামাক চাষের পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান নিরুপন করা।

৪. তামাক চাষীর স্বাস্থ্যগত শারীরিক ঝুঁকি সম্পর্কে জানা।

৫. তামাক চাষের বিকল্প চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনে উত্তরদাতার সুপারিশ জানা।

৭। গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও ধারণা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।

প্রত্যয় সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা

তামাক: তামাক নেশাদায়ক কৃষি পণ্য। তামাক গাছের শুকনো পাতাকে তামাক বলা হয়। তামাক গাছ ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। তামাকে আগুন দিয়ে সিগারেট, বিড়ি, চুরট, হুঁক্কো ও অন্যান্য ধুমপানের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়।

তামাক চাষ: তামাকজাত পণ্যে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত চাষাবাদ ব্যবস্থাকে বলা হয় তামাক চাষ।

বান্দরবান জেলা: বান্দরবান জেলাধীন প্রশাসনিক সীমানাভূক্ত ৪৪৭৯.০২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এলাকা।

আর্থ- সামাজিক প্রভাব: তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুঝাবে।

যেমন: তাদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়, সঞ্চয়,. সামাজিক মূল্যায়ণ, এলাকার মানুষের মনোভাব, কৃষকের জীবনমান ইত্যাদি বুঝাবে।

পরিবেশগত প্রভাব: স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর বিরুপ প্রভাব বুবাবে। তথা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি, পরিবেশ দূষণ, বনভূমি উজাড়, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস, খাদ্য সংকট ইত্যাদি বুঝায়।

জ. গবেষণা পদ্ধতি: প্রস্তাবিত গবেষণাটি হবে মূলত তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নমূনা জরিপ। যেখানে জনমিতিক ও সংখ্যাত্মক সমন্বয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা হবে। এ গবেষণাটি একটি গুণগত গবেষণা হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তি হতে সংখ্যাত্মক ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

গবেষণা এলাকা: কক্সবাজার জেলার ১ (এক) টি এবং বান্দরবান জেলার ২ (দুই) টি ইউনিয়ন গবেষণা এলাকা হিসেবে বিবেচিত হবে। যাহার বিবরণ নিম্নরূপ:

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
বান্দরবান	লামা	রূপসীপাড়া
	আলীকদম	চৈক্ষ্যং
কক্সবাজার	চকরিয়া	কাকারা

গবেষণার সমগ্রক ও একক বিশ্লেষণ (Population & Unite Analysis): গবেষণা এলাকায় বসবাসরত এবং তামাক চাষে নিয়োজিত সকল ক...ষক এ গবেষণার সমগ্রক হিসেবে গণ্য হবে। প্রত্যেক ক...ষক এ গবেষণার একক ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে।

নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি (Sample & Sampling Method): গবেষণার এলাকার সমগ্রক হতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে দুইটি ইউনিয়ন হতে ৬০ জন কওে মোট ১২০জন উন্টরদাতা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। যাহার বিবরণ নিম্নরূপ:

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	সংখ্যা
বান্দরবান	লামা	রূপসীপাড়া	৬০ জন
	আলীকদম	চৈক্ষ্যং	৬০ জন
কক্সবাজার	চকরিয়া	কাকারা	৬০ জন

গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল:

১. গবেষণার এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হবে। যাহার তথ্য নিম্নরূপ:

সাক্ষাতকারের ধরণ	সাক্ষতকার প্রদানকারী	সংখ্যা
KII	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	২ জন
	উপজেলা কৃষি অফিসার	২ জন
	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা / আবাসিক মেডিকেল অফিসার	২ জন
	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	১ জন
	স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি	১ জন
	সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব / স্থানীয় সাংবাদিক	২ জন
	মোট=	১০ জন

২. FGD: তামাক চাষী, স্কুল শিক্ষক, নারী সংগঠক, ইউপি সদস্য, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, BATBC প্রতিনিধি সাঃ সংগঠনের নেতা, দাদনদাতা

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কৌশল (Data Collection Tecnic): গবেষণা এলাকায় তামাক চাষে নিয়োজিত প্রত্যেক কৃষকই হবে এ গবেষণার উত্তরদাতা। বাংলা ভাষায় লিখিত কাঠামোবদ্ধ অনুসূচি নিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য আবদ্ধ (Structural) এবং উন্মুক্ত (Open Handed) উভয় ধরণের প্রশ্নই এখানে সন্নিবেশিত হবে। তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে অভিজ্ঞ সমাজকর্মী নিয়োগ করা হবে। তথ্য সংগ্রহকারীকে গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য, তথ্য সংগ্রহের কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে শুরুতেই তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ (Data Processing & Analysis): প্রাপ্ত তথ্যাবলী প্রথমত: যথাযথভাবে সম্পাদনা করা হবে। এরপর বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সাহায্যে এগুলোকে বিশ্লেষণ করা হবে। (যেমন- শতকরা, গড়, ব্যবধান, সহ-সম্পর্ক ইত্যাদি)। উপরন্তু একক ও বহুমুখী চলক বিশিষ্ট ছকের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল তুলনা করা হবে। গবেষণার তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্য নেয়া হবে।

গবেষণার প্রতিবেদন (Research Report): গবেষণার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, ধারণায়ন এবং প্রাপ্ত ফলাফল সহকারে একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। চূড়ান্ত সম্পাদনার পর তা প্রকাশ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বিতরণ করা হবে।

গবেষণার মানদন্ড: বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন এথিক্যাল কমিটি বা গাইড লাইন এখনো তৈরী হয়নি। যেখানে গবেষণা কর্মের নৈতিক মানদন্ডের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তবে এ গবেষণা পরিচালনায় (...) প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালা অনুসারণ করা হবে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে উত্তরদাতাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং মৌখিক অনুমতি নেওয়া হবে। উত্তরদাতাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

গবেষণার উপকারভোগী: প্রস্তাবিত গবেষণার উপকারভোগী হচ্ছে বান্দারবান পার্বত্যজেলার তামাক চাষীগণ, জেলাধীন সাধারণ জনগণ যারা তামাক চাষের কারণে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

গবেষণার পরিধি: প্রস্তাবিত গবেষণার কাষ পরিধিসমূহ নিম্নরূপ:

ক. তামাক চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন করা

খ. তামাক চাষের ফলে স্থানীয় ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র উৎঘাটন করা

গ. তামাক চাষের ফলে স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন

ঘ. প্রাকৃতিক বিপযয় ও পরিবেশগত ভারসম্য রক্ষায় সামাজিক সচেতনতা জোরদারকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা।

গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণঃ

ক. তামাক চাষীর জনমিতিক তথ্যঃ

সারণী-১ঃ উত্তর দাতার শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীর শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	শিক্ষার ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	নিরক্ষর	২	১.২৫%
খ.	স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন	৩৬	২২.৫%
গ.	প্রাথমিক	৯৭	৬০.৬২%
ঘ.	জেএসসি	২২	১৩.৭৫%
ঙ.	এসএসসি	২	১.২৫%
চ.	উচ্চ মাধ্যমিক	০	০
ছ.	গ্রাজুয়েশন	১	০.৬২৫%
জ.	তদুর্দ্ধ	০	০
	মোট	ঘ=১৬০	

উত্তরদাতা তামাক চাষীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় শতকরা ৬০.৬২ শতাংশ তামাক চাষী শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। ২২.৫ শতাংশ তামাক চাষী সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। ১৩.৭৫ শতাংশ তামাক চাষী জেএসসি পরীক্ষা সমপন্ন করে এবং ১.২৫ শতাংশ তামাক চাষি এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করে। অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক তামাক চাষী স্বল্প শিক্ষিত। মোট (২২.৫+৬০.৬২)=৮৩.১২ শতাংশ তামাক চাষী প্রাথমিক পযন্ত শিক্ষা সম্পন্ন করে। এ বিশ্লেষণ থেকে ধারণা পাওয়া যায় দেশের নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত কৃষকগণই তামাক চাষের সাথে জড়িত। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান না থাকায় তামাক চাষের পরিণতি বা প্রভাব সম্পর্কে দেশের কৃষকগণ অবগত নহে।

সারণী-২: উত্তর দাতার পরিবার কাঠামো:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীর পরিবার কাঠামোর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পরিবারের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	একক পরিবার	১৫৮	৯৮.৭৫%
খ.	যৌথ পরিবার	২	১.২৫%
গ.	অন্যান্য	০	০%
	মোট	N=১৬০	

উত্তরদাতা তামাক চাষীদের পারিবারিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়। জরীপকৃত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় সকল কৃষক একক পরিবারে বসবাস করে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য মতে ৯৮.৭৫ শতাংশ কৃষক একক পরিবারে জীবন যাপন করে। এ ক্ষেত্রে চাষীগণ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত একক ভাবে গ্রহণ করতে সম্ভব হয়। চাষের লাভ-ক্ষতি নিজ পরিবারের উপর অর্পিত হয়। সুতরাং দারিদ্র্য কবলিত ও একক পরিবারে বসবাসরত কৃষকগণ তামাক চাষ প্রণালীর সাথে সম্পৃক্ত।

সারণী-৩ঃ উত্তর দাতার সন্তান-সন্তানাদির সংখ্যা (বিবাহিতদের ক্ষেত্রে):

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীর পরিবার কাঠামোর তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	সন্তান-সন্তানাদির সংখ্যা	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	১-২ জন	৪৬	২৮.৭৫%
খ.	৩ জন বা তদুর্দ্ধ	১১৪	৭১.২৫%
	মোট	N=১৬০	

উত্তরদাতা তামাক চাষীদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে পরিবারে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা সর্বাধিক সে সকল পরিবার অধিক হারে তামাক চাষে অভ্যস্থ। গবেষণার নমুনায়ন জরীপে দেখা যায় ৭১.২৫ শতাংশ পরিবার তামাক চাষ করে, যে সকল পরিবারে সন্তান-সন্ততি সংখ্যা ৩ জন বা তদুর্দ্ধ। আবার ১-২ জন সন্তান আছে এমন পরিবারের ২৮.৭৫ শতাংশ তামাক চাষ করে। কারণ পরিবরে সন্তান সংখ্যা অধিক হলে তামাক চালে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ বেশী থাকে। এ ক্ষেত্রে বহিরাগত শ্রমিক এর প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

খ. তামাক চাষীর আর্থ-সামাজিক তথ্যঃ

সারণী-৪: তামাক চাষীদের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	দৃষ্টিভঙ্গির ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	খুব ভালো	০	
খ.	ভালো	৪০	২৫%
গ.	মোটামুটি	১১৮	৭৩.৭৫%
ঘ.	খারাপ	২	১.২৫%
ঙ.	খুব খারাপ	০	
চ.	অন্যান্য	০	
	মোট	N=১৬০	

উত্তরদাতা তামাক চাষীদের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক চাষীদের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ৭৩.৭৫ শতাংশ কৃষক মোটামুটি মর্মে মন্ত্যু করেছেন। ২৫% কৃষক তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো মর্মে মন্তব্য করেছে। তামাক একটি কৃষি পণ্য ও অর্থকরী পণ্য। তামাক চাষীগণ এরূপ চাষপ্রণালীর প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি ও ভালো মর্মে মন্তব্য করেছেন। এ ধরণের চাষে জড়িত কৃষকের প্রতি সাধারণের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে নেতিবাচক নয়।

সারণী-৫: তামাক চাষের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	দৃষ্টিভঙ্গির ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	খুব ভালো	০	
খ.	ভালো	৪২	২৬.২৫%
গ.	মোটামুটি	১১৪	৭১.২৫%
ঘ.	খারাপ	৪	২.৫%
ঙ.	খুব খারাপ	০	
চ.	অন্যান্য	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে উত্তরদাতাগণ তামাক চাষের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক চাষের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ৭১.২৫ শতাংশ কৃষক মোটামুটি মর্মে মন্তব্য করেছেন। ২৬.২৫% কৃষক তামাক প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো মর্মে মন্তব্য করেছে। তামাক একটি কৃষি পণ্য ও অর্থকরী পণ্য। তামাক চাষীগণ এরূপ চাষপ্রণালীর প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি ও ভালো মর্মে মন্তব্য করেছেন। এ ধরণের চাষে জড়িত কৃষকের প্রতি সাধারণের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে নেতিবাচক নয়। এ ধরণের চাষ স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। স্থানীয় জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাষের সাথে জড়িয়ে যায়।

সারণী-৬: উত্তর দাতা তামাক চাষীদের আয়ের উৎস:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের আয়ের উৎসের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আয়ের উৎসের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	তামাক চাষ	৯০	৫৬.২৫%
খ.	অন্যান্য কৃষি কাজ	৬৯	৪৩.১৩%
গ.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১	০.৬৩%
ঘ.	প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি	০	
ঙ.	অপ্রাতিষ্ঠানিক চাকরি	০	
চ.	অন্যান্য	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষে জড়িত কৃষকদের আয়ের উৎস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তামাক চাষীগণ মূলত কৃষিকাজ করে জীবীকা নির্বাহ করে। তারা তামাক চাষের পাশাপাশি অন্যান্য কৃষিকাজের সাথে জড়িত। যেমন: ধান, আলু, বেগুন, মরিচ, মূলা, ফলকপি বা অন্যান্য কৃষি কাজের সাথে জড়িত। অর্থাৎ ৫৬.২৫% শতাংশ কৃষক তামাক চাষের উপর নির্ভরশীল এবং ৪৩.১৩% কৃষক অন্যান্য কৃষিকাজের সাথে জড়িত। মূলত তামাক চাষীগণ তামাকের পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি কাজ করে জীবন ধারণ করে।

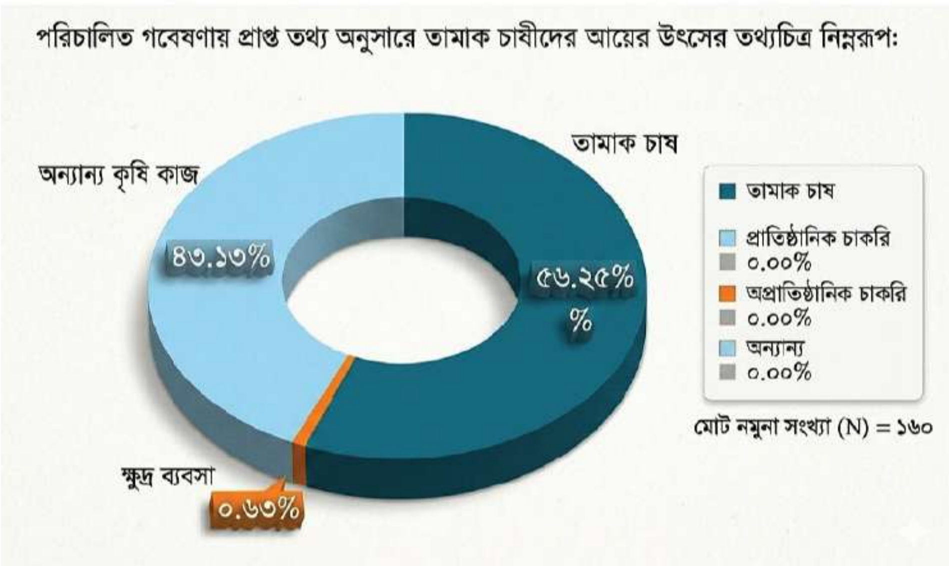

সারণী-৭: উত্তর দাতার মাসিক আয়:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের মাসিক আয়ের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আয়ের পরিমান	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	০-৪০০০	০	
খ.	৫০০০-১০০০০	৪	২.৫%
গ.	১০০০০ টাকার উর্দ্ধে	১৫৬	৯৭.৫%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষীদের মাসিক আয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতাদের তথ্য মতে ৯৭.৫ শতাংশ কৃষক তাদের মাসিক আয় দশ হাজারের উর্দ্ধে মর্মে মন্তব্য করেছেন। মাত্র ২.৫ শতাংশ কৃষক তাদের মাসিক বেতন দশ হাজার টাকার নীচে মর্মে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ তামাক চাষীদের মাসিক আয় বিশ্লেষণে দেখা যায় তারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। এ চাষ প্রণালীর মাধ্যমে তারা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে না। এরূপ কৃষি কাজে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

সারণী-৮: উত্তর দাতার মাসিক সঞ্চয়:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের মাসিক সঞ্চয়ের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সঞ্চয়ের পরিমান	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	সঞ্চয় নাই	১৫৪	৯৬.২৫%
খ.	৫০০ টাকা	১	০.৬৩%
গ.	১০০০ টাকা	০	
ঘ.	২০০০ টাকা	২	১.২৫%
ঙ.	৩০০০ টাকা	১	০.৬৩%
চ.	৫০০০ টাকা	২	১.২৫%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণায় তামাক চাষে জড়িত কৃষকদের সঞ্চয় প্রবণতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিকৃত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক চাষে জড়িত কৃষকগণ মোটেই সঞ্চয় করে পারে না। এ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৯৬.২৫ শতাংশ কৃষকই কোন সঞ্চয় করতে পারে না মর্মে মন্তব্য করেছেন। এরূপ চাষে জড়িত হয়ে কৃষকগণ নিজস্ব কৃষি ক্ষেত্রে জড়িত হতে পারে এবং নিজের শ্রম নিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কৃষকগণ মাসিক পারিবারিক ব্যয় সম্পাদন করে সঞ্চয় করতে পারে না। তাই বলা যায় এরূপ চাষ প্রণালী কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে না।

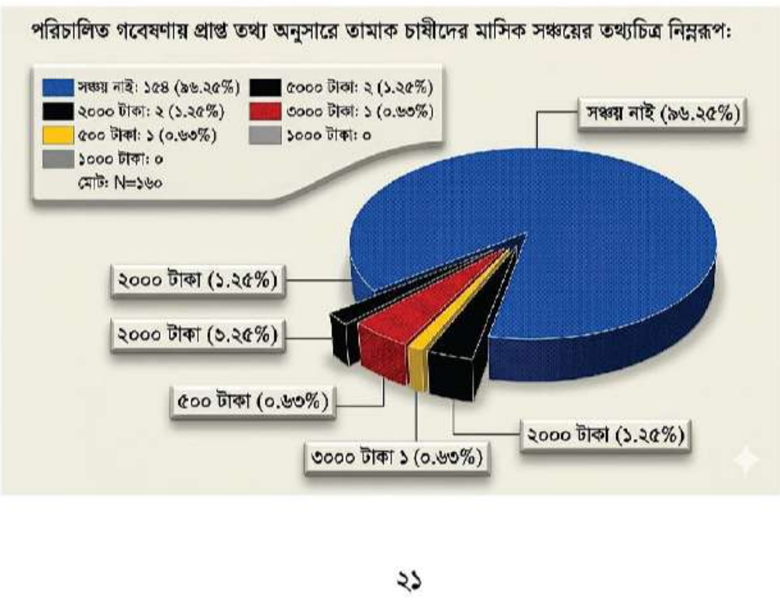

সারণী-৯: উত্তর দাতার মাসিক ব্যয়:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের মাসিক ব্যয়ের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	ব্যয়ের পরিমান	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	৫ হাজার টাকা পর্যন্ত	৪	২.৫%
খ.	৬-১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	২৮	১৭.৫%
গ.	১১-১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত	১	০.৬২%
ঘ.	১৫ হাজার টাকার উর্দ্ধে	১২৭	৭৯.৩৮%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণায় উত্তরদাতা কৃষকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৭৯.৩৮ শতাংশ কৃষকের গড় মাসিক ব্যয় ১৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে এবং ১৭.৫ শতাংশ কৃষকের মাসিক ব্যয় ১০ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ৯৭.৫ শতাং তামাক চাষী তাদের মাসিক আয় ১০ হাজারের উর্ধ্বে মর্মে মন্তব্য করেন। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণীত সর্বাধিক কৃষক এর মাসিক গড় আয়ের থেকে গড় ব্যয় বেশী। অর্থাৎ তামাকি চাষীগণ তামাক চাষকে তুলনামূলক ভাবে লাভবান হচ্ছে না। এরূপ চাষ তামাক চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তর করতে সক্ষম নয়।

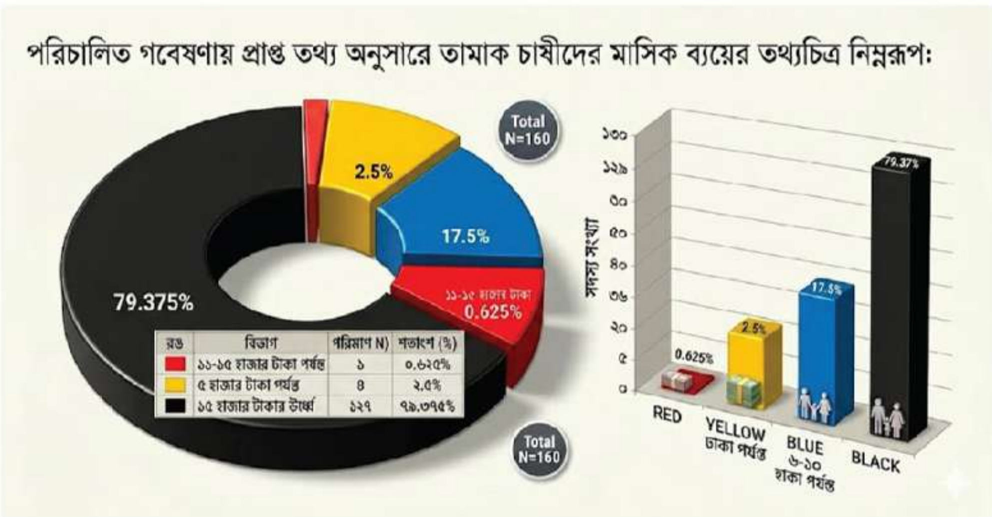

সারণী-১০: উত্তর দাতার আবাসন ব্যবস্থা:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের আবাসন ব্যবস্থার তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আবাসনের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	পাকা	৫	৩.১৩%
খ.	আধা পাকা	৪৫	২৮.১৩%
গ.	কাঁচা	১১০	৬৮.৭৫%
ঘ.	অন্যান্য	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গষেণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৬৮.৭৫ শতাংশ তামাক চাষী কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করে। ২৮.১৩ শতাংশ তামাক চাষী আধা পাকা বাড়ীতে বসবাস করে। মাত্র ৩.১৩ শতাংশ কৃষক পাকা বাড়ীতে বসবাস করে। তামাক চাষীদের আবাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় কাঁচা বা আধা পাকা গৃহে বসবাস করে। অর্থাৎ তামাক চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নত নয়। তামাক চাষের উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে তারা উন্নত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অক্ষম। তাই বলা যায় তামাক চাষের মাধ্যমে কৃষকগণ স্বাবলম্বী হতে পারে না।

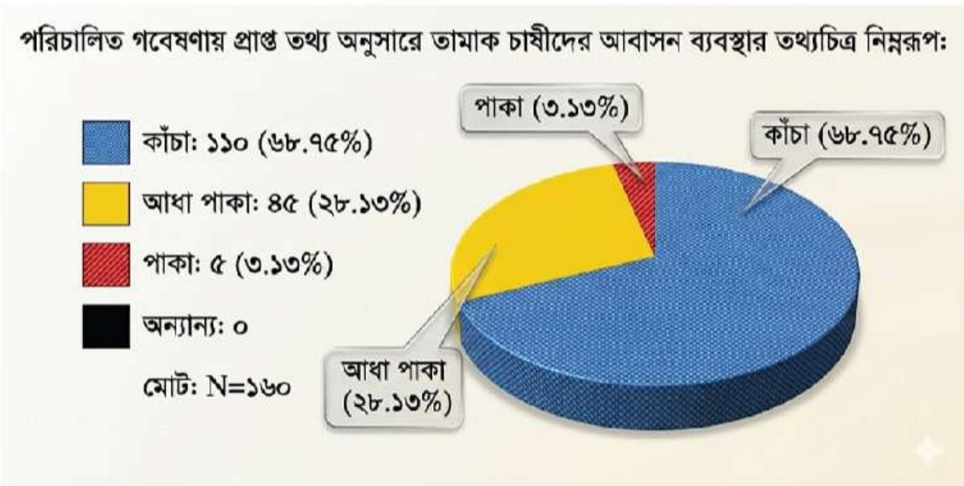

সারণী-১১: উত্তর দাতার চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর সামর্থ্য:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর সামর্থ্যের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সামর্থ্যের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	সক্ষম	২৭	১৬.৮৭%
খ.	মোটামুটি সক্ষম	১৩১	৮১.৮৭%
গ.	আর্থিক সংকট	২	১.২৫%
ঘ.	অন্যান্য	০	০%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে উত্তরদাতা তামাক চাষীদের চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর সক্ষমতা যাছাই করা হয়। তামাক চাষ কালীন কৃষক ও পরিবারের সদস্যগণ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হন। যথা: শ্বাসকষ্ট, ব্রংকাইটিজ, শিশুদের নিমোনিয়া, সর্দিজ্বরসহ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে অধিকাংশ কৃষক অর্থাৎ ৮১.৮৭ শতাংশ কৃষক চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে মোটামুটি সক্ষম মর্মে মন্তব্য করেছেন। মাত্র ১৬.৮৭ শতাংশ কৃষক চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে সক্ষম মর্মে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় কৃষকগণ চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম নয়।

সারণী-১২: উত্তর দাতার সন্তানদের শিক্ষাগত অবস্থা:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের সন্তানদের শিক্ষাগত অবস্থার তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	শিক্ষা ব্যবস্থার ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	সন্তানেরা নিয়মিত স্কুলে যায়	৭৫	৪৬.৮৭%
খ.	নিয়মিত স্কুলে যায় না	৩৭	২৩.১২%
গ.	স্কুলকালে তামাক ক্ষেতে কাজ করে	৪৩	২৬.৮৭%
ঘ.	মোটেও যায় না	৫	৩.১২%
	মোট	N=১৬০	

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তামাক চাষীর সন্তানদের শিক্ষাগত অবস্থা যাছাই করা হয়। উত্তরদাতার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৪৬.৮৭ শতাংশ কৃষকের সন্তান নিয়মিত স্কুলে যায়। অপরদিকে ২৩.১২ শতাংশ সন্তান নিয়মিত স্কুলে যায় না, ২৬.৮৭ শতাংশ সন্তান স্কুল সময়ে তামাক ক্ষেতে কাজ করে এবং ৩.১২ শতাংশ সন্তান মোটেও স্কুলে যায় না। অর্থাৎ তামাক চাষকালীন মোট (২৩.১২+২৬.৮৭+৩.১২)=৫৩.১৩ শতাংশ তামাক চাষীর সন্তান চাষকালীন কৃষি ক্ষেতে কাজ করে এবং স্কুলে গমন হতে বিরত থাকে। ফলে তামাক চাষীর স্তানদের শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হয়। যা একজন কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাধা হিসেবে বিবেচিত।

গ. তামাক চাষ সম্পর্কিত তথ্য:

সারণী-১৩: উত্তর দাতার জমির উৎস:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের জমির উৎসের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	জমির মালিকানার ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	নিজস্ব	৬৪	৪০.০০%
খ.	বর্গা	৭১	৪৪.৩৭%
গ.	বার্ষিক লীজ বা লাগিয়ত	২৫	১৫.৬২%
ঘ.	সরকারি খাস জমি	০	
ঙ.	অন্যান্য	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় তামাক চাষীদের মধ্যে ৪০ শতাংশ কৃষক নিজের জমিতে তামাক চাষ করে। ৪৪.৩৭ শতাংশ কৃষক বর্গা জমি নিয়ে চাষাবাদ করে এবং ১৫.৬২ শতাংশ কৃষক বার্ষিক লীজ বা লাগিয়ত নিয়ে চাষাবাদ করে। অর্থাৎ (৪৪.৩০+ ১৫.৬২)%=৫৯.৯২% কৃষক বর্গা বা লীজ নিয়ে তামাক চাষ করে। এ তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায় ৫৯.৯২ শতাংশ কৃষক ভূমিহীন, যারা বর্গা বা লীজ এর মাধ্যমে তামাক চাষ করে জীবন ধারণ করে এবং জীবীকা নির্বাহ করে।

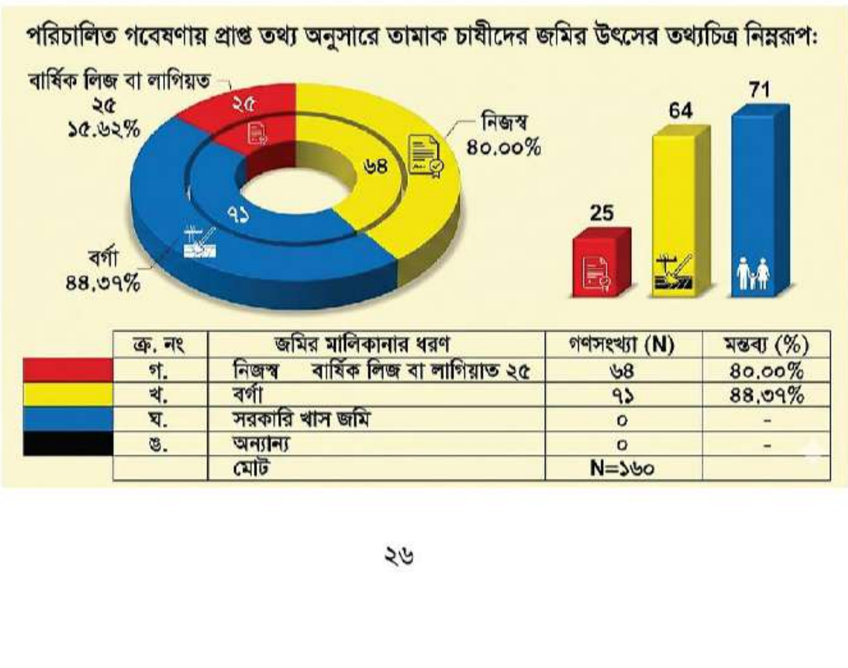

সারণী-১৪: উত্তর দাতার চাষকৃত জমির পরিমান:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের চাষকৃত জমির পরিমানের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	জমির পরিমান	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	১ একর	৩৯	২৪.৩৭%
খ.	২ একর	৭৭	৪৮.১২%
গ.	৩ একর	২৮	১৭.৫%
ঘ.	৪ একর	১৬	১০%
ঙ.	অন্যান্য	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সর্বাধিক ৪৮.১২ শতাংশ কৃষক ২ (দুই) একর জমিতে তামাক চাষ করে। ২৪.৩৭ শতাংশ কৃষক ১ (এক) একর জমিতে ১৭.৫ শতাংশ কৃষক ৩ (তিন) একর জমিতে এবং ১০ শতাংশ কৃষক ৪ (চার) একর জমিতে চাষ করে। তামক চাষ ব্যয় বহুল এখানে প্রয়োজনীয় শ্রমিক, জ্বালানী, সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ প্রয়োজন। তামাক চাষীগণ সক্ষমতা বিবেচনা করে সর্বাধিক ৪৮.১২ শতাংশ কৃষক ২ (দুই) একর জমিতে চাষাবাদ করে জীবন ধারণ করে।

সারণী-১৫: উত্তর দাতার তামাক চাষে বিশেষ আগ্রহের কারণ:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের তামাক চাষে বিশেষ আগ্রহের কারণ এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আগ্রহের ধরণ	গণসংখ্যা (ঘ)	মন্তব্য
ক.	অধিক মুনাফা	৫২	৩৩.১২%
খ.	কৃষি উপকরণ সহজলব্য	৩৫	২২.৫%
গ.	অধিক ফলন	৭০	৪৩.৭৫%
ঘ.	বিকল্প চাষের অভাব	৩	১.৮৭%
ঙ.	অন্যান্য চাষে বাধা	০	
	মোট	N=১৬০	

সম্পাদিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক চাষীগণ অধিক মুনাফ ও অধিক ফলনের প্রত্যাশায় কৃষকগণ তামাক চাষে জড়িত হয়। সাধারণ দেশের কৃষকগণ তুলনামূলক মুনফা বিবেচনা করে তামাক চাষে জড়িত। জরিপে প্রাপ্ত হতে পাওয়া যায় ৩৩.১২ শতাংশ কৃষক অধিক মুনফা পাওয়ার প্রত্যাশায় তামাক চাষ করে এবং ৪৩.৭৫ শতাংশ কৃষক অধিক ফলনের প্রত্যাশায় তামাক চাষে জড়িত। অর্থাৎ কৃষকগণ মনে করে তামাক চাষ করে অধিক মুনফা বা অধিক ফলন পাওয়া যায়। এ প্রত্যাশায় কৃষকগণ তামাক চাষ করে কিন্তু বাস্তবে কৃষক প্রত্যাশীত লাভ করতে পারে না।

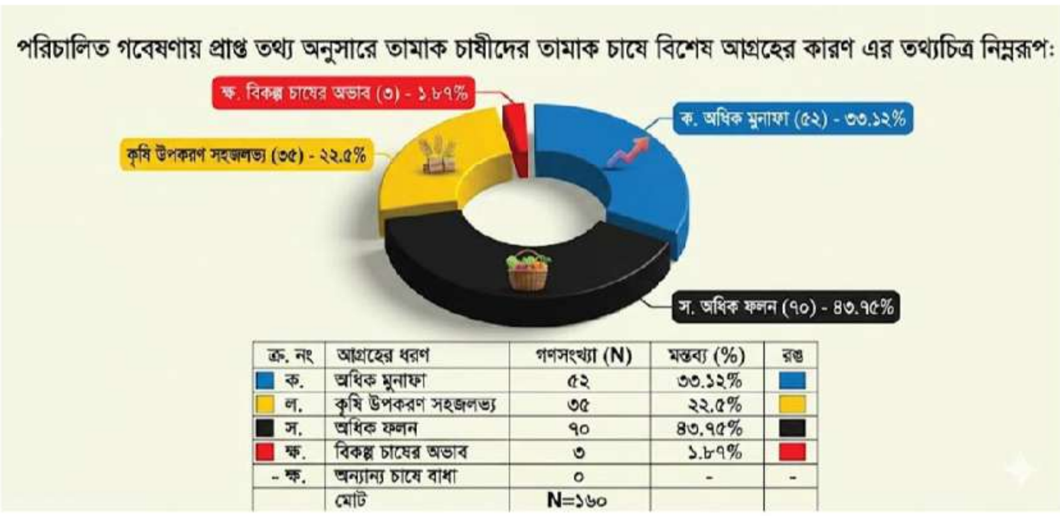

সারণী-১৬: উত্তর দাতার তামাক চাষের অর্থ সংস্থানের উৎস:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীদের তামাক চাষের অর্থ সংস্থানের উৎসের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	অর্থ সংস্থানের উৎস	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	নিজস্ব	৬৫	৪০.৬২%
খ.	কৃষক সংগঠন	০	
গ.	তামাক কোম্পানী	৭৩	৪৫.৬২%
ঘ.	কৃষি বিভাগ	০	
ঙ.	স্থানীয় প্রশাসন	০	
চ.	ব্যাংক/এনজিও	২২	১৩.৭৫%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণায় তামাক চাষীদের অর্থ সংস্থানের উৎস বিশ্লেষণ করা হয়। তামাক একটি ব্যয়বহুল কৃষি চাষ। এ রূপ চাষের সম্পূর্ণ ব্যয় মিটানো একজন কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। গবেষণা দেখা যায় ৪০.৬২ শতাংশ কৃষক নিজস্ব উৎস হতে ব্যয় নির্বাহ করেন। অপরদিকে ৪৫.৬২ শতাংশ কৃষক তামাক কোম্পানী হতে সংগ্রহ করে চাষের ব্যয় নিরবাহ করে এবং ১৩.৭৫ শতাংশ কৃষক ব্যাংক/এনজিও হতে সংগ্রহ করে কৃষকগণ ব্যয় নির্বাহ করে। এসব তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় (৪৫.৬২+১৩.৭৫)=৫৯.৩৭ শতাংশ কৃষক তাষের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ ৫৯.৩৭ শতাংশ কৃষক চাষ প্রক্রিয়া সম্পাদনে তামাক কোম্পানী কিংবা ব্যাংক/এনজিও হতে অর্থ সংগ্রহ করে।

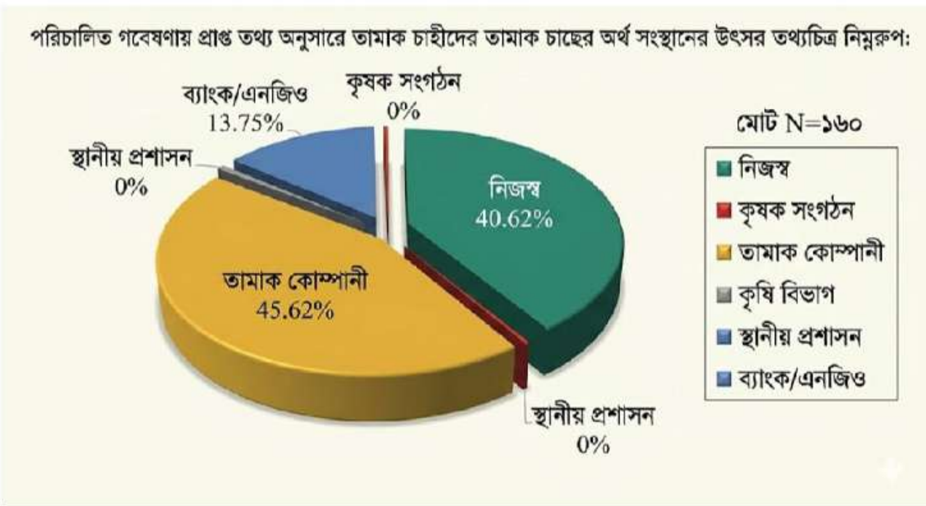

সারণী-১৭: উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণকারী পক্ষ:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণকারী তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পণ্যের মূল্য নির্ধারণকারী পক্ষ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	কৃষক	০	
খ.	কৃষক সংগঠন	০	
গ.	তামাক কোম্পানী	১৬০	১০০%
ঘ.	কৃষি বিভাগ	০	
ঙ.	স্থানীয় প্রশাসন	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গষেণার পরিচালিত জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। তামাক চাষীগণ উৎপাদিত পণ্য কি দরে বিক্রয় করে এবং মূল্য নির্ধারেণে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কারা? এ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে শতভাগ কৃষক জানান যে, তামাক কোম্পানী সমূহ তামাকের মূল্য নির্ধারণ করে। তামাক চাষীগণ চাষকালীন তামাক কোম্পানী হতে বীজ, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে। যাহা কৃষকগণ অগ্রীম বা দাদন হিসেবে গ্রহণ করে। মোটে কৃষকের প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষক তামাক কোম্পানী হতে অগ্রীম গ্রহণ করে। তাই কৃষকগণ কোম্পানীর নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সুতরাং উৎপাদিত তামাকের মূল্য নির্ধারণ কোম্পানীসমূহের উপর নির্ভরশীল মর্মে তামাক শতভাগ তামাক চাষী মতামত ব্যক্ত করেন।

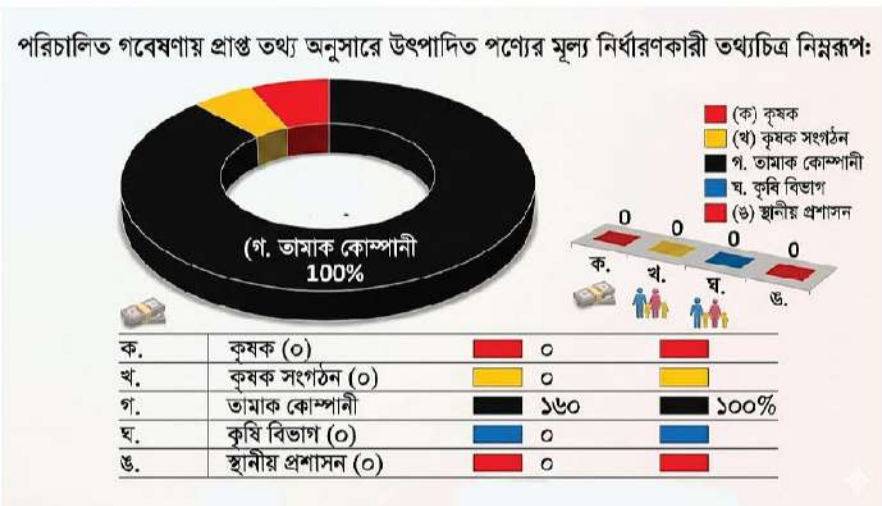

সারণী-১৮: তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কিউরিং পদ্ধতি:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কিউরিং পদ্ধতির তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	রৌদ্রে পুড়িয়ে	০	
খ.	আগুনে পুড়িয়ে	১৬০	
গ.	অন্যান্য	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ কি পদ্ধতে করা হয় এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সকল তামাক চাষী তাদের উৎপাদি তামাক পণ্য প্রক্রিয়াজকরণ বা কিউরিং এর ক্ষেত্রে আগুনে পোড়ানো পদ্ধতি ব্যবহার করে। আগুনে পুড়িয়ে তামাক কিউরিং করা হলে তামাক পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে তামাক পণ্য রপ্তানী বা তামাকজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক আকর্ষণীয় হয়। আবার আগুনে পুড়িয়ে তামাক কিউরিং করতে হলে অধিক পরিমাণ জ্বালানী কাঠ প্রয়োজন হয়। যা স্থানীয় বনভূমি, বসতভিটা বা মুক্ত বনাঞ্চাল হতে সংগ্রহ করা হয়। এরূপ তামাক কিউরিং করে অধিক হারে জ্বালানী কাঠ পোড়ানোর ফলে বনভূমি ও গাছপালা উজাড় হয়। যা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

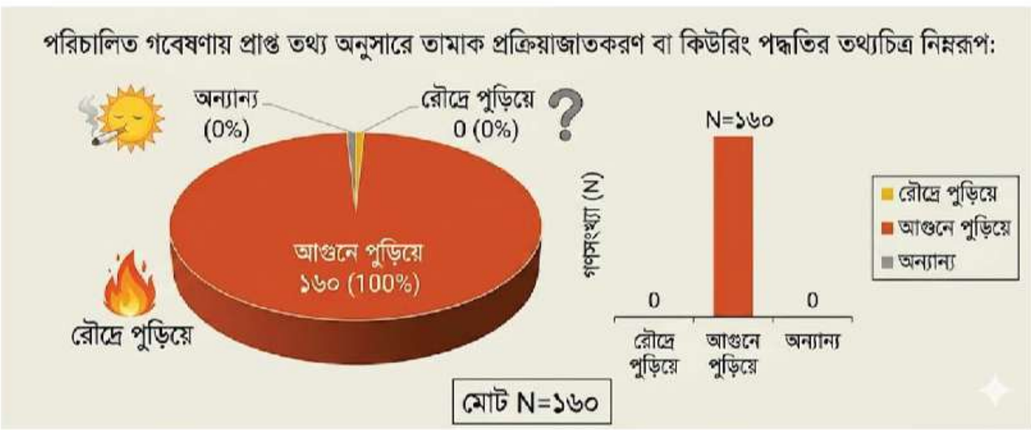

সারণী-১৯: তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কিউরিং এ ব্যবহৃত জ্বালানীর উৎস:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কিউরিং এ ব্যবহৃত জ্বালানীর উৎসের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	স্থানীয় বনভূমির জ্বালানী কাঠ	৪৫	২৮.১২%
খ.	বসত ভিটার রোপনকৃত বৃক্ষ	১৯	১১.৮৭%
গ.	তামাক কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহকৃত জ্বালানী	৪	২.৫%
ঘ.	স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত	৯২	৫৭..৫০%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত জ্বালানীর উৎস সম্পর্কে চাষীদের নিকট তথ্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৮.১২ শতাংশ কৃষক স্থানীয় বনভূমি হতে ১১.৮৭ শতাংশ কৃষক বসত ভিটা হতে এবং ২৫.২৫ শতাংশ কৃষক স্থানীয় ভাবে ক্রয়কৃত জ্বালানী তামাক প্রক্রিয়াজতকরণ বা কিউরিং এ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। তবে তামাক কোম্পানী কিউরিং এর জন্য মাত্র ২.৫ শতাংশ জ্বালানী সরবরাহ করে। সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায় তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত মোট (২৮.১২+১১.৮৭+৫৭.৫০)=৯৭.৫০% জ্বালানী বনভূমি, বসটভিট বা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহকৃত। যাহা স্থানীয় পরিবেশের সারসম্য রক্ষায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

সারণী-২০: প্রতি বেল তামাক কিউরিং এ কি পরিমান জ্বালানী প্রয়োজন:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রতি বেল তামাক কিউরিং এ কি পরিমান জ্বালানী প্রয়োজন এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	জ্বালানীর পরিমাণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	৪/৫ মণ	৪৬	২৮.৭৫%
খ.	৫ মণ	১১৩	৭০.৬২%
গ.	৬ মণ	১	০.৬২%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক প্রক্রিয়াজতকরণ বা কিউরিং এ কি পরিমাণ জ্বালানী ব্যয় হয় এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তামাক চাষীগণ গড়ে প্রতিবেল বা **১** শত কেজি তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ৪ থেকে ৫ মণ জ্বালানী কাঠ ব্যবহার হয় মর্মে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ তামাক কিউরিং প্রচুর জ্বালানী কাঠ প্রয়োজন। যাহা স্থানীয় বনাঞ্চাল বা বনূমি হতে সংগ্রহকৃত কাঠ। যা স্থানীয় পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

গ. তামাক চাষীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা:

সারণী-২১: তামাক চাষীরা কি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে কিনা এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে কিনা	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	হ্যাঁ	১১২	৭০%
খ.	না	৪৪	২৭.৫%
গ.	অন্যান্য	৪	২.৫%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, তামাক চাষে সমপৃক্ত অধিকাংশ কৃষক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে। সংগৃত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা কৃষক মনে করেন এ রূপ চাষ প্রণালী তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ৪৪ শতাংশ কৃষক তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় মর্মে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ তামাক চাষে জড়িত কৃষকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি। এ রূপ চাষে জড়িত কৃষক ও তার পারিবারের সদস্যদের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তামাক চাষ স্বাস্থ্যের জন্য জুঁকিপূর্ণ হিসেবে প্রতীয়মান।

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে কিনা এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

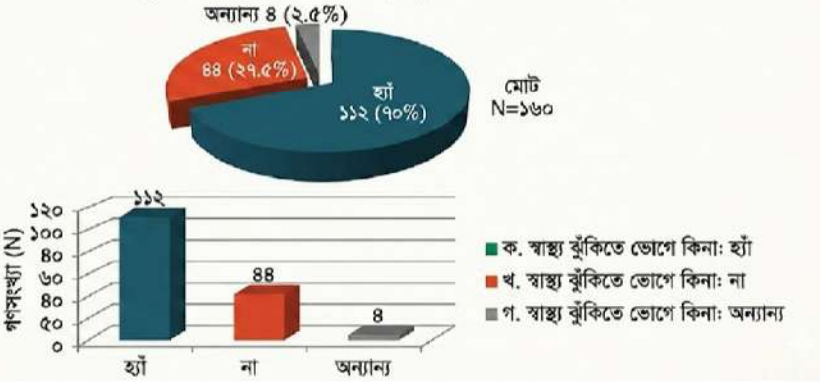

সারণী-২২: তামাক চাষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা প্রদানকারী সংস্থা:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা প্রদানকারী সংস্থার তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	ধারণা প্রদানকারীর ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	তামাক কোম্পানী	২	১.২৫%
খ.	স্থানীয় প্রশাসন	১	০.৬৩%
গ.	স্বাস্থ্য বিভাগ	১১৫	৭১.৮৭%
ঘ.	সামাজিক সংগঠন	৪২	২৬.২৫%
ঙ.	কেউ নহে	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৭১.৮৭ শতাংশ কৃষক মন্তব্য করেনএ চাষের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ প্রচারণা চালায়। ২৬.২৫ শতাংশ কৃষক তামাক চাষের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি প্রচারণা চালায় স্থানীয় সামাজিক সংগঠন। তামাক কোম্পানী এ ক্ষেত্রে প্রচারণা চালায় না। তামাক কোম্পানী এ ক্ষেত্রে প্রচারণা চালায় মাত্র ১.২৫ শতাংশ কৃষক মর্মে মন্তব্য করেন। সুতরাং বলা যায় তামাক চাষের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য বিভাগই প্রচারণা চালায়। একই সাথে স্থানীয় সামাজিক সংগঠনসমূহও প্রচারণা চাণলয়ে থাকে।

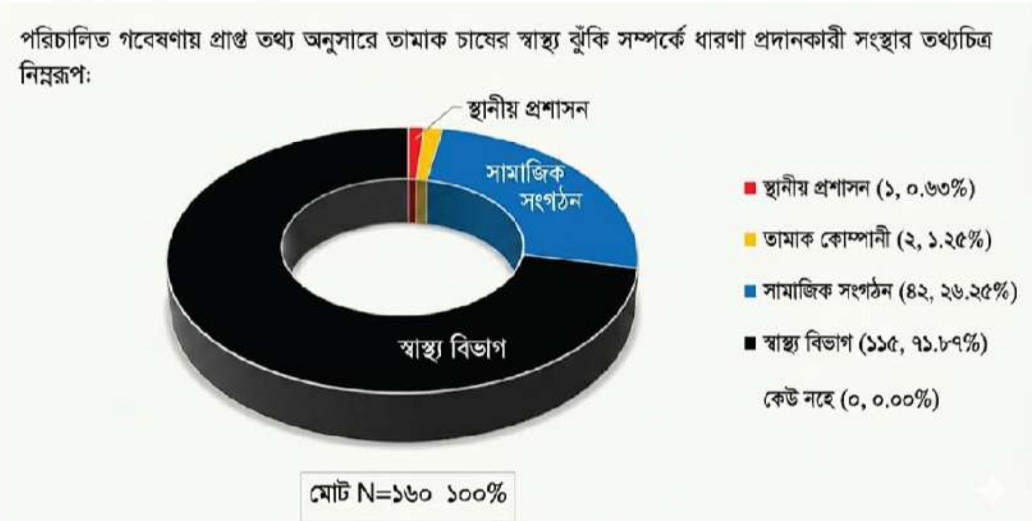

সারণী-২৩ঃ তামাক চাষীরা কোন কোন ধরণের রোগে ভোগেঃ

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীরা কোন কোন রোগে ভোগে এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	রোগের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	জ্বর/কাশি	১১২	৭০%
খ.	জ্বর-সর্দি কাশি	১২	৭.৫%
গ.	নাকপুড়া, কাশি, গলা ব্যাথা, সর্দি	৩২	২০%
ঘ.	হাপানী/শ্বাসকষ্ট	৩	১.৮৭%
ঙ.	জ্বর/মাথাব্যাথা	১	০.৬২৫%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষে সম্পৃক্ত কৃষকগণ কী কী রোগে আক্রান্ত হয় এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় কৃষকগণ তামাক চাষকালীন বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। মূলত কৃষকগণ বেশী রোগে আক্রান্ত হয় তামাক কিউরিং কালে। ৭০ শতাংশ কৃষক তামাক চাষের কারণে জ্বর বা কাশিতে আক্রান্ত হয়। ৭.৫ শতাংশ কৃষক জ্বর-শর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া নাকপুড়া,কাশি, গলা ব্যাথা, সর্দি রোগে আক্রান্ত হয় ২০ শতাংশ কৃষক। হাপানী ও শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হয় ১.৮৭ শতাংশ। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক চাষীগণ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ তামাক চাষ কৃষকদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

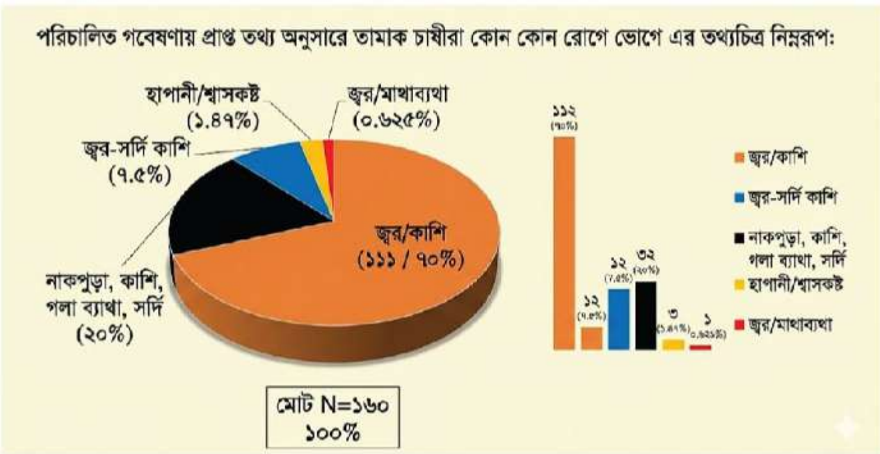

সারণী-২৪: তামাক চাষীর পরিবারের সদস্যরা কোন কোন ধরণের রোগে ভোগে:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীর পরিবারের সদস্যরা কোন কোন রোগে ভোগে এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	রোগের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	জ্বর/কাশি	১১৫	৭১.৮৭%
খ.	কাশি	১১	৬.৮৭%
গ.	গলা ব্যাথা, কাশি, জ্বর	৩১	১৯.৩৭%
ঘ.	শ্বাসকষ্ট, জ্বর	২	১.২৫%
ঙ.	অন্যান্য	১	০.৬২%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষে জড়িত কৃষক পরিবারের সদস্যগণ কোন কোন রোগে আক্রান্ত হয় তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় পরিবারের সদস্যগণ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। ৭১.৮৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন পরিবারের সদস্য জ্বর/কাশিতে আক্রান্ত হয়। ৬.৮৭ শতাংশ উত্তরদাতা পরিবারের সদস্যগণ কাশিতে আক্রান্ত হয় মর্মে মন্তব্য করেন। ১৯.৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের পরিবারের সদস্যগণ গলা ব্যাথা, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হয় মর্মে মন্তব্য করেন। তাছাড়া ১.২৫ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের পরিবারের সদস্যগণ শ্বাসকষ্ট ও জ্বরে আক্রান্ত হন মর্মে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র কৃষক নয়, পরিবারের সদস্যগণও তামাক চাষজনিত কারণে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হন।

সারণী-২৫: তামাক চাষীর বার্ষিক চিকিৎসা ব্যয়:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষীর বার্ষিক চিকিৎসা ব্যয়ের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	ব্যয়ের পরিমান	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	৫ হাজার টাকা	১৪১	৮৮.১২%
খ.	১০ হাজার টাকা	১৫	৯.৩৭%
গ.	২০ হাজার টাকা	২	১.২৫%
ঘ.	৩০ হাজার টাকা	২	১.২৫%
ঙ.	৩০ হাজার টাকার উর্দ্ধে	০	
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তামাক চাষীগণ এরূপ কৃষি কর্মে জড়িত থাকার কারণে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। কৃষকগণ নিজ বা পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করার জন্য একটা নিদ্রিষ্ট অংশ ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ তামাক চাষজনিত কারণে প্রত্যেক কৃষকের বাৎসরিক গড়ে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পযন্ত ব্যয় হয়। সুতরাং এ ধরণের চাষ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং ব্যয়বহুল।

সারণী-২৬ঃ তামাক কোম্পানী কর্তৃক চাষীদের কোন চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয় কিনাঃ

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক কোম্পানী কর্তৃক চাষীদের চিকিৎসা সহায়তার প্রদানের তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	চিকিৎসা সহায়তা করা হয় কিনা	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	হ্যাঁ	৩	১.৮৭%
খ.	না	১৫৭	৯৮.১২%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বেশীর ভাগ তামাক চাষী তামাক কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তামাক চাষ শুরু করে। তামাক কোম্পানীসমূহ তালিকাভূক্ত কৃষকদের প্রয়োজনী সার, বীজ, কীটনাশক ও কারীগরী সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু কৃষকগণ তামাত কোম্পানী হতে কোনরূপ চিকিৎসা সহায়তা বা পরামর্শ পায় না। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় ৯৮.১২ শতাংশ কৃষক তামাক কোম্পানী হতে কোনরূপ চিকিৎসা সহায়তা পায়না মর্মে মন্তব্য করেন। সুতরাং তামাক চাষজনিত স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে তামাক কোম্পানীকে বহন করতে হয়।

ঘ. তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাব:

সারণী-২৭: তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাব:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাবের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব আছে কিনা	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	হ্যাঁ	১৫৩	৯৫.৬২%
খ.	না	৭	৪.৩৭%
	মোট	N=১৬০	

তামাক একাধারে কৃষি পণ্য ও অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত। চলামান গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষীদের কাছ থেকে এই চাষের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে জানা যায় ৯৫.৬২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তামাক চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ইহা স্থানীয় পরিবেশের বিপর্যয় তথা বনভূমি উজাড়, সবজির আবাদ হ্রাস, বসতভিটার উপর বৃক্ষ নিধন, নদীর নাব্যতা হ্রাস, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া, ব্যাপক হারে জ্বালানি নিধনসহ বিবিধ কারণে তামাক চাষ প্রাকৃতিক বিপর্যের অন্যতম কারণ।

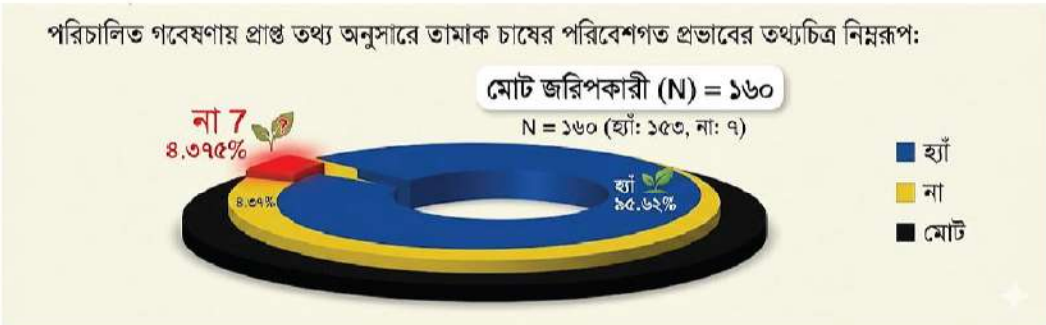

সারণী-২৮: তামাক চাষ কি পরিবেশ বান্ধব:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষ পরিবেশ বান্ধব কিনা এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	তামাক চাষ পরিবেশ বান্ধব কিনা	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	হ্যাঁ	০	
খ.	না	১৬০	
	মোট	N=১৬০	

তামাক চাষ স্থানীয়ভাবে একটি লাভজনক চাষাবাদ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এ চাষের মাধ্যমে কৃষকগণ পূর্ণ মাত্রায় স্বাভলম্বি হতে পারে না। পরিচালিত গবেষণায় এ চাষের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সম্পর্কে উত্তরদাতা কৃষকগণ তামাক চাষ প্রণালী পরিবেশ বান্ধব নয় মর্মে শতভাগ কৃষক মন্তব্য করেছেন। এ ধরনের চাষ প্রণালী কৃষকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়।

সারণী-২৯: তামাক চাষ কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষ কিভাবে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	ক্ষতির ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	গৃহস্থলির বৃক্ষ নিধন	৩১	১৯.৩৭%
খ.	বনভূমির বৃক্ষ নিধন	৪৪	২৭.৫০%
গ.	তন্দুলের ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ করে	৮৪	৫২.৫০%
ঘ.	অন্যান্য	১	০.৬৩%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষ কিরূপে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কিউরিং এর ফলে প্রচুর জ্বালানী কাঠ প্রয়োজন হয়। যার ফলে স্থানীয় বৃক্ষ নিধন হয় এবং তামাক চুল্লির ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ করে। তামাক চুল্লিতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত জ্বালানী কাঠ গৃহস্থলী হতে সংগ্রহ করা হয় এবং স্থানীয় বনভূমি হতে সংগ্রহ করা হয়। মোট জ্বালানীর (১৯.৩৭+২৭.৫০)=৪৬.৮৭ শতাংশ স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত হয়। অপরদিকে ৫২.৫০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তামাক কিউরিং এর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ করে। সুতরাং বালা যায় তামাক প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট এবং পরিবেশ দূষণের জন্য ক্ষতিকর চাষ প্রণালী।

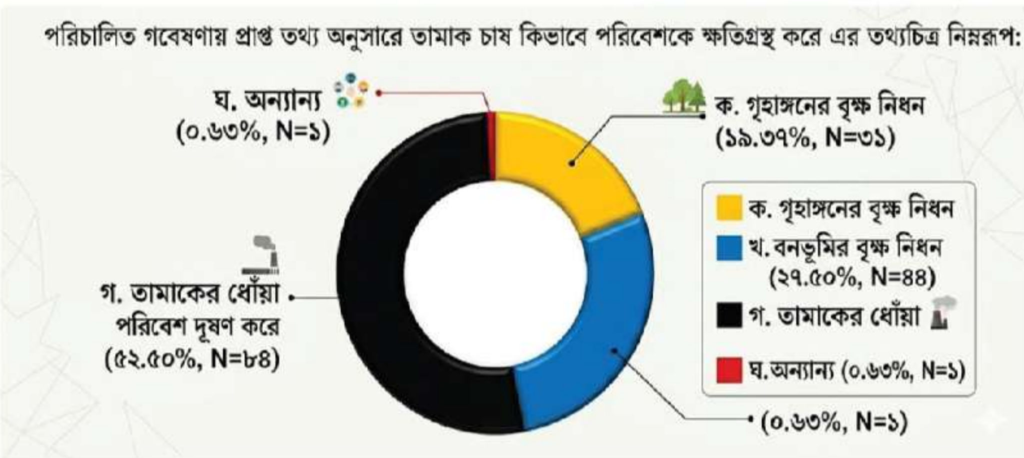

সারণী-৩০: তামাক চাষ কৃষি জমির উর্বরতা শক্তির উপর প্রভাব:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষ কৃষি জমির উর্বরতা শক্তির উপর প্রভাবের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	জমির উর্বরতার ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে	১৮	১১.২৫%
খ.	উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে	১৪০	৮৭.৫%
গ.	উর্বরতা শক্তি স্থিতিশীল রাখে	০	
ঘ.	অন্যান্য	২	১.২৫%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির উর্বরতা শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ চাষ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রত্যাশিত উৎপাদরে জন্য জমিতে প্রচুর পরিমাণ শক্তির জোগান দিতে হয়। যার অন্যতম উৎস জমির বিদ্যমান উর্বরতা শক্তি এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা। একই জমিতে প্রতিবছর তামাক চাষের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি সম্পর্কে কৃষকগণ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ৮৭.৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তামাক চাষ জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে এবং ১১.২৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তামাক চাষ জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির উর্বরতা নির্ভর করে পাহাড়ী ঢল বা বন্যার উপর। যার ফলে জমি পুনরায় উর্বরতা শক্তি ফিরে পায়। যদি বন্য বা ঢল না হয় তবে জমির উর্বরতা শক্তি ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। ফলে তামাক চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান শুধুমাত্র রাসায়নিক সার দ্বারা পুরন করা সম্ভব হবে না।

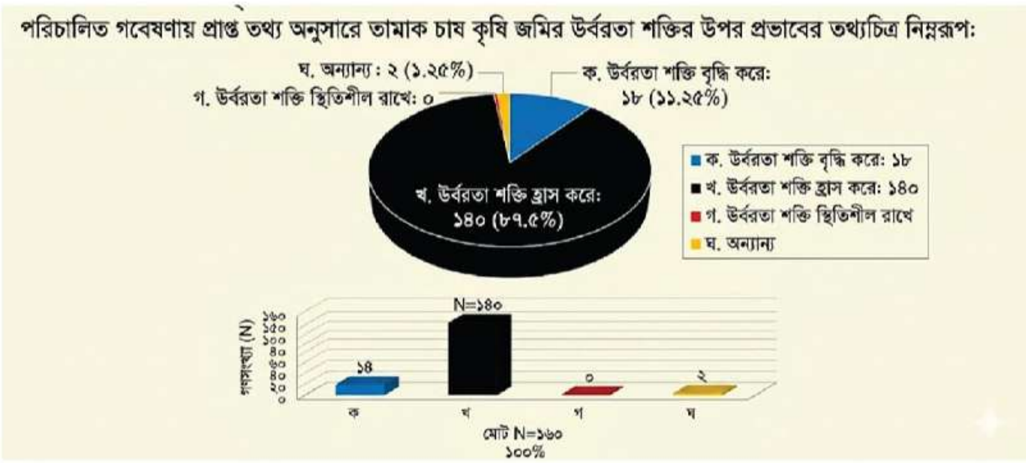

সারণী-৩১: তামাক চাষের ফলে স্থানীয় জল প্রবাহের উপর প্রভাব:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষের ফলে স্থানীয় জল প্রবাহের উপর প্রভাবের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	জল প্রবাহের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	নদী-নালার জল প্রবাহ বৃদ্ধি করে	০	
খ.	নদীর নাব্যতা হ্রাস করে	৪৮	৩০%
গ.	বিশুদ্ধ পানির উৎস নিঃশেষ করে	৪২	২৬.২৫%
ঘ.	ব্যবহারযোগ্য পানি নি:শেষ ও দুষণ করে	৭০	৪৩.৭৫%
	মোট	N=১৬০	

তামাক চাষ স্থানীয় জল প্রবাহে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। পরিচালিত গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় তামাক চাষ প্রণালীতে প্রচুর পরিমাণ পানির প্রয়োজন। যার যোগান হয় স্থানীয় নদী, খাল, পুকুর, ডোবা ও ভূ-গর্ভস্থ পানি। উত্তরদাতা ৩০ শতাংশ কৃষক মনে করেন তামাক চাষের ফলে স্থানীয় নদীর নাব্যতা হ্রাস পায় ২৬.২৫ শতাংশ কৃষক মনে করেন তামাক চাষের ফলে বিশুদ্ধ পানির উৎস নিঃশেষ হয় এবং ৪৩.৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে তামাক চাষ মানুষের ব্যবহারযোগ্য পানি নিঃশেষ এবং দুষণ করে। সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায় তামাক চাষ স্থানীয় জল প্রবাহের ধারা নিঃশেষ করছে। যাহা স্থানীয় জীববৈচিত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

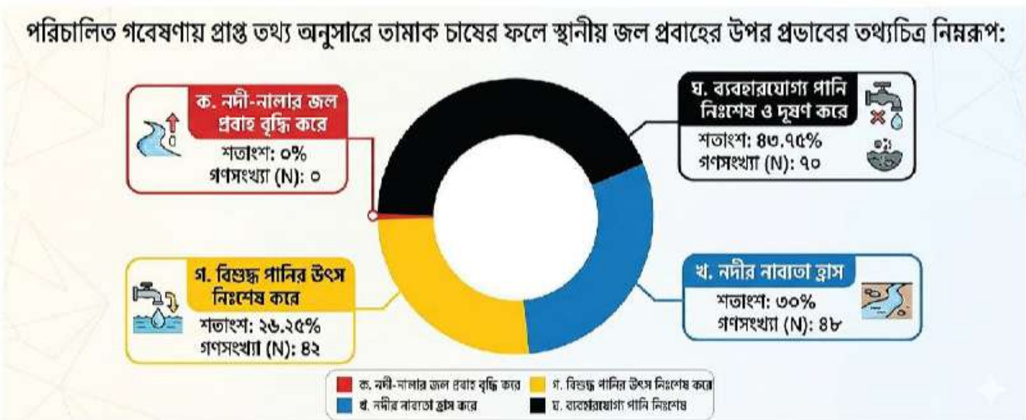

সারণী-৩২: তামাক চাষের ফলে গবাদি পশু লালন-পালন ও জীববৈচিত্রের উপর প্রভাব:

পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তামাক চাষের ফলে গবাদি পশু লালন-পালন ও জীববৈচিত্রের উপর প্রভাবের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রভাবের ধরণ	গণসংখ্যা (N)	মন্তব্য
ক.	গবাদি পশু লালন-পালন বেড়ে যায়	০	
খ.	গবাদি পশু লালন-পালন হ্রাস পায়	৪৪	২৭.৫০%
গ.	জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়	১৮	১১.২৫%
ঘ.	ধান ও সব্জির আবাদ নিঃশেষ করে	৯৮	৬১.২৫%
	মোট	N=১৬০	

পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে তামাক চাষ স্থানীয় গবাদী পশু পালন এবং স্থানীয় জীববৈচিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তামাক চাষের ফলে গো-খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হয় এবং ২৭.৫০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তামাক চাষজনিত কারণে স্থানীয় গবাদীপশু লালন-পালন হ্রাস পায়। ১১.২৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে তামাক চাষস্থানীয় জীববৈচিত্রের ক্ষতি সাধন করে। অপরদিকে স্থানীয় কৃষকগণ অধিক মুনফার প্রত্যাশায় তামাক চাষে জড়িয়ে যায়। ফলে ৬১.২৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তামাক চাষের ফলে স্থানীয় ধান ও সব্জীর আবাদ হ্রাস পায়। এতে স্থানীয় ভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

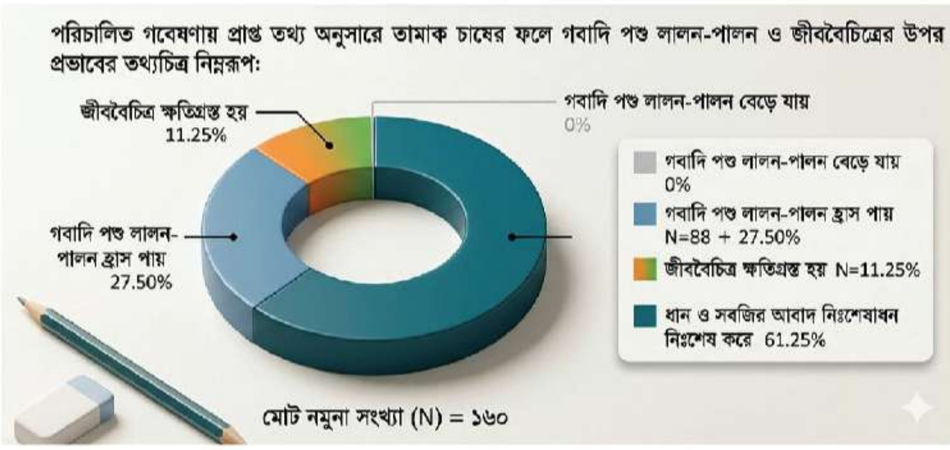

১. প্রধান তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার:

সাক্ষাৎ প্রদানকারীর নাম	সাক্ষাৎ গ্রহণের চিত্র
উপজেলা নির্বাহী অফিসার লামা , বান্দরবান পার্বত্য জেলা	
তামাক চাষ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ	বক্তব্য/মতামত/ প্রাপ্ত তথ্য
তামাক চাষ বিষয়ে স্থানীয় মনোভাব	স্থানীয় ভাবে কৃষকগণ তামাক চাষে আগ্রহ প্রবল। কারণ এ ধরণের চাষে কৃষকগণ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পায় এবং তামাক কোম্পানী হতে কৃষি উপকরণ ও ঋণ পেয়ে থাকে। তামাক চাষের দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে স্থানীয় ভাবে তামাক চাষ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষকগণ বিকল্প চাষের সন্ধান করছে। বিভিন্ন সভা ও সমাবেশে এ চাষের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে প্রচারণা চলছে। সরকারী খাস জমি বা সরকার নিয়ন্ত্রিত জমিতে তামাক চাষ প্রশাসনিক উদ্যোগে বন্ধ করা হচ্ছে।
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তামাক চাষ	এ এলাকার তামাক চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় এরূপ চাষের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয়। অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে এবং চাষের জন্য দাদন চক্রে জড়িয়ে যায়। চাষ পরবর্তী মধ্যসত্ত্বভোগীদের খপ্পরে পতিত হয় ফলে কৃষকগণ এ চাষের মাধ্যমে নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ব্যর্থ হয়।
তামাক চাষ ও স্থানীয় পরিবেশের বিপযয়	এ পসঙ্গে বলেন তামাক চাষ স্থানীয় রিবেশ বিপযয়ের একটি অন্যতম কারণ। যথা: এ চাষ পদ্ধতি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কিউরিং কালে জ্বালানী কাঠের যোগান হিসেবে স্থানীয় বনভূমি ও গৃহস্থলীর বৃক্ষ নিধন হচ্ছে। এ চাষে অনেক পানি প্রয়োজন । ফলে প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক পানির উৎস হতে পানির যোগান দিতে হয়। যা পানি শূন্যতার অন্যতম কারণ। এ চাষ অন্যান্য উযোগী ফলজ ও কৃষি আবাদকে গ্রাস করে। ফলে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।
তামাক চাষে অর্থায়ন	তামাক একটি ব্যয়বহুল চাষ প্রণালী। এ চাষে অর্থায়ন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি যথা: ক. তামাক কোম্পানী খ. দাদন ব্যবসায়ীগণ হতে চাড়া হারে ঋণ গ্রহণ গ. স্থানীয় এনজিও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ ঘ. স্থানীয় ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ
তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক উদ্যোগ ও জনপ্রতিনিধির ভূমিকা	তামাক চাষ সরকারী ভাগে নিষিদ্ধ কৃষি পণ্য নয়। তথাপী স্থানীয় ভাবে তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণে প্রচারণা চালানো হয়। যথা: ক. নদীর ধারে সরকারী খাস হিসেবে চিহ্নিত ১৫০ গজ জমির মধ্যে তামাক চাষ নিষিদ্ধ খ. সরকারী ভূমিতে লীজ প্রদানে তামাক চাষীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় না। গ. তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কৃষি বিভাগ ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ তামাক চাষ, অর্থায়ন ও তামাক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত। বেশীরভাগ জনপ্রতিনিধি তামাক চাষের পৃষ্ঠপোষক। এ রূপ চাষ নিরুৎসাহিতকরণে জনপ্রতিনিধিদের সচেতন হতে হবে।
তামাক চাষ সম্পর্কে মন্তব্য	তামাক চাষ পরিবেশবান্ধব নয়। এ চাষ স্থানীয় জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় সহায়ক নয়। স্থানীয় কৃষকগণ অতি মুনফার প্রত্যাশায় তামাক চাষে লিপ্ত হয় এবং দাদন চক্রে জড়িয়ে যায়। এ চাষ পরিহারে কৃষি বিভাগ কর্তৃক বিকল্প চাষ ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। সামাজিক সচেতনতা জরুরী। এ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে এবং এরূপ ক্ষতিকর চাষ সম্পর্কে স্থানীয় ভাবে জনমত গঠন করতে হবে।

২. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, লামা বন বিভাগ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

তথ্য প্রদানকারীর নাম	সাক্ষাৎ গ্রহণের চিত্র
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা লামা বন বিভাগ, বান্দারবান পার্বত্যজেলা	
তামাক চাষ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ	বক্তব্য/মতামত/ প্রাপ্ত তথ্য
তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাব	তামাক চাষ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে তামাক কিউরিং। এ কিউরিং প্রক্রিয়া শুরু হয় তামাক চাষ শেষে। যা তামাক পণ্য সংগ্রহের পযায়। তামাক কিউরিং কালে প্রচুর জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন হয়। যার অন্যতম উৎস হচ্ছে স্থানীয় বনজ সম্পদ বা উন্মুক্ত বনভূমি। এ চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। স্থানীয় প্রায় সকল কৃষি জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে। এ রূপ চাষে জ্বালানী কাঠের যোগানের জন্য অবৈধ পন্থায় কাঠ সংগ্রহ করা হয়। সরকারী বনভূমির গাছ রক্ষার জন্য কিউরিংকালে ৩ মাস যাবৎ বনপ্রহরীদের সজাগ থাকতে হয়। যাতে সরকারী বনায়নকৃত গাছসমূহ রক্ষা করা সম্ভব হয়।
প্রতি একর জমিতে ব্যবহৃত জ্বালানী কাঠের পরিমাণ	তামাক চাষীগণ গড়ে প্রতিবেল বা ১(এক) শ কেজি তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ৪ থেকে ৫ মণ জ্বালানী কাঠ ব্যবহার হয় মর্মে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ তামাক কিউরিং প্রচুর জ্বালানী কাঠ প্রয়োজন। যাহা স্থানীয় বনাঞ্চাল বা বনভূমি হতে সংগ্রহকৃত কাঠ। যা স্থানীয় পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। এ হিসাবে প্রতিএকর জমিতে গড়ে ... বেল তামাক উৎপাদন হয় এবং প্রতি একর জমিতে গড়ে ... মণ জ্বালানী কাঠ প্রয়োজন হয়।
তামাক চাষ নির্মূলে আপনার সুপারিশ	স্থানীয় কৃষকদের কৃষি চাষের (ধান, ভূট্টা, আলু, বেগুন, মরিচ, ইক্ষু) প্রতি কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। তামাক চাষের পরিবেশগত ক্ষতি সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন ও ধারণা প্রদান করতে হবে। তামাক চাষের পরিবেশগত ক্ষতি সম্পর্কে সরকারী ভাবে প্রচার-প্রচারণা জোরদার করতে হবে। তামাক চাষের বিকল্প চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

তথ্য প্রদানকারীর নাম	সাক্ষাৎ গ্রহণের চিত্র
তামাক চাষ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ	বক্তব্য/মতামত/ প্রাপ্ত তথ্য
লামা উপজেলায় তামাক চাষের পরিমাণ	লামা উপজেলায় আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২২,৭০০ হেক্টর তদমধ্যে ফলজ বাগান ১১,০০০ হেক্টর। এ উপজেলায় তামাক চাষ হয় ৬৬২ হেক্টর জমিতে। সমগ্র উপজেলায় তামাক চাষের সাথে জড়িত চাষীর সংখ্যা ৪৫০০-৫০০০ জন (প্রায়)।
স্থানীয় কৃষিতে তামাক চাষের প্রভাব সম্পর্কে বলুন	তামাক স্থানীয় চাষ প্রণালীতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। কৃষি বিভাগ স্থানীয় আবাদযোগ্য জমিতে শস্য বিন্যাস পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে না। তামাক চাষ সরকাররি ভাবে নিষিদ্ধ কোন কৃষি পণ্য নয়। তবে এ চাষের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি বিভাগ ও সামাজিক সংগঠনসমূহ প্রচারণা চালায়। এ চাষের প্রভাবে স্থানীয় শীতকালীন সবজি চাষ কমে যাচ্ছে এতে খাদ্য সংকট সৃষ্ট হয় এবং পুষ্টির চাহিদার ঘাটতি হচ্ছে। তামাক চাষের কারণে স্থানীয় তৈলবীজ জাতীয় খাদ্যের আবাদ হ্রাস পাচ্ছে। যেমন: বাদাম, সরিষা, ভূট্ট, মোটর, মাসকলাই, ফেলুনসহ ইত্যাদি চাষ বিলুপ্তির পথে।
তামাকের বিকল্প চাষ প্রবর্তনে সুপারিশ	তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ ও বিকল্প চাষ প্রবর্বতনে বর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যথা: স্থানীয় কৃষকদের উচ্চফলনশীল তৈল জাতীয় ফসলের চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি উপকরণ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। চাষীদেরকে কৃষি উপকরণ ও কৃষি প্রযুক্তির যোগান প্রণোদনা হিসেবে সরবরাহ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে যাতে বিক্রি করতে পারে সেক্ষেত্রে মধ্যসত্ত্বভোগীর দৌরাত্ম নির্মূল করতে হবে। কৃষি অধিদপ্তর হতে তামাক চাষের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে প্রচারপত্র, লিফলেট , বিজ্ঞাপন, মুঠোফোনে এসএমএস প্রদান করতে হবে।

৪. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

তথ্য প্রদানকারীর নাম	সাক্ষাৎ গ্রহণের চিত্র
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	
তামক চাষ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ	বক্তব্য/মতামত/ প্রাপ্ত তথ্য
তামাক চাষী ও পরিবার কিধরণের রোগে আক্রান্ত হয়	তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষকগণ ও পরিবারের সদস্যগণ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষত তামক কিউরিং কালে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ চাষে জড়িত কৃষকগণ মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে। ভেজা তামাক পাতা স্পর্শের কারণে শরীর নিকোটিন শোষণ করে নেয়। ফলে কৃষকদের বমি ভাব, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা ও মাথা ব্যথা হয়। তামাক পোড়ানো বা শুকানোর সময় সৃষ্ট ধোঁয়া হতে হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস, শিশুর নিমোনিয়া, চর্ম রোগ, পেশী ব্যথা, ক্যান্সার ও ফুসফুসের জঠিল রোগে আক্রান্ত হয়। তামাক চাষে জড়িতদের মাঝে এ ধরণে রোগ বেশী দেখা যায়।
তামাক চাষের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির প্রভাব মোকাবিলায় সুপারিশ	তামাক চাষ মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। যথা: ক. সমাজের সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করে তামাক চাষের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা জোরদার করতে হবে। খ. স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা জোরদার করতে হবে। গ. স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিও কর্মী ও সমাজকর্মীদের মাধ্যমে সচেতনতা জোরদার করতে হবে। ঘ. সরকারী উদ্যোগে সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রচারণা জোরদার করতে হবে।

৫. কারিতাস, লামা, বান্দরবান (স্থানীয় সামাজিক সংগঠন)

তথ্য প্রদানকারীর নাম	সাক্ষাৎের স্থিরচিত্র
তামাক চাষ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ	বক্তব্য/মতামত/ প্রাপ্ত তথ্য
তামাক চাষের আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বলুন	তামাক একটি পরিবেশ বিরোধী এবং ক্ষতিকর কৃষি পণ্য। এ ধরণের চাষ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ ক. স্থানীয় তামাক কোম্পানী সমূহ কৃষকদের বিবিধ লাভের প্রলোভন দেখায়। যেমনঃ বীজ, সার, কীটনাশক ও প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান। ফলে স্থানীয় কৃষকগণ কৃষি মূলধনের নিশ্চয়তা পায় এবং তামাক চাষে ঝুঁকে পড়ে। খ. আবাদযোগ্য ও উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক হারে তামাক চাষ হয় এবং এলাকায় খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য ও শাক-সবজীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। গ. তামাক কোম্পানীসমূহ সহজ শর্তে ঋণ সরবরাহ করে কিন্তু উৎপাদিত তামাক ক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করে না। ফলে কৃষকগণ তুলনামূলক ভাবে ন্যায্যমূল্য বঞ্চিত হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘ. উৎপাদিত তামাক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে তামাক কোম্পানীসমূহের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষকদের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না। ঙ. তামাক চাষ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ চাষে জড়িত কৃষক, শ্রমিক ও পরিবারের সদস্যবর্গ (নারী, প্রবীণ, শিশু) স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পতিত হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে তামাক চাষীদের চিকিৎসা ব্যয় বাবদ একটা অংশ ব্যয় করতে হয়। যাহা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক। চ. তামাক কোম্পানীসমূহ ও স্থানীয় দাদন দাতাদের খপ্পরে পড়ে কৃষকগণ ঋণচক্রে জড়িয়ে যায় এবং এ চক্র হতে বের হতে পারে না।
তামাক চাষ নির্মূলে আপনার সুপারিশ বলুন	পরিবেশ বিরোধী তামাক চাষ নির্মূলে বর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। যাহা নিম্নরূপঃ ক. তামাক চাষের বিকল্প চাষ প্রবর্তনে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ.স্থানীয় ভাবে মডেল কৃষক নিরবাচন করতে হবে। চাষ সংশ্লিষ্ট কৃষি উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। গ. উৎপাদিত পণ্যের বিপনন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ঘ. এলাকাভিত্তিক বিপনন কেন্দ্র স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ঙ. স্থানীয় ও জাতীয় চাহিদার আলোকে কৃষি কাজকে উৎসাহিত করতে হবে। চ. জীবন ধারন উপযোগী তথা অত্যাবশ্যকীয় কৃষি তথাঃ আদা, হলুদ, কচু, মরিচ, বাদাম, সরিষা, পেয়াজ, রশুন, আলু ইত্যাদি চাষে কৃষকদের উৎসাহি করা এবং কৃষি প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

৬. জনাব আরমান নুরুল করিম, সাংবাদিক লামা, বান্দারবান।

তথ্য প্রদানকারীর নাম	**তথ্য সংগ্রহ চিত্র**
জনাব আরমান নুরুল করিম সাংবাদিক লামা, বান্দারবান।	
তামাক চাষ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ	বক্তব্য, মতামত ও প্রাপ্ত তথ্য
তামাক চাষের আর্থসামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বলুন	বেশীরভাগ তামাক চাষী বর্গা কৃষক হিসেবে কাজ করে। তাই কৃষকগণ প্রকৃত অর্থে লাভবান হতে পারে না। এ চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট মধ্যসত্ত্বভোগীগই মূলত অধিক লাভবান হয়। এখানে কৃষকগণ মূলত শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপননের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নাই। স্থানীয়ভাবে কারিতাসসহ অনেক সামাজিক সংগঠন তামাকের বিকল্প চাষ প্রবর্তনে কৃষকদের মাঝে সচেতনতাবোধ জাগ্রতকরণে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তামাক কৃষি জমি গ্রাস করছে এতে দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।
তামাকের বিকল্প চাষ প্রবর্তনে আপনার সুপারিশ বলুন	স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করা । তামাকের বিকল্প চাষ প্রবর্তনে স্থানীয় চাষ উপযোগী অর্থকরী ফসল ইক্ষু, ভূট্টা, তুলা, সরিষা ও অন্যান্য রবি শষ্য চাষের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। স্থানীয় কৃষি বিভাগকে সরকারি উদ্যোগে বিকল্প চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

তথ্য প্রদানকারীর নাম	তথ্য সংগ্রহ চিত্র
তামাক চাষ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ	বক্তব্য, মতামত ও প্রাপ্ত তথ্য
দারিদ্র বিমোচনে তামাক চাষ	তামাক চাষীগণ নিজস্ব পুঁজি দ্বারা চাষাবাদ করতে পারে না। পুঁজির সংকট মোকাবিলায় তামাক কোম্পানী, দাদন দাতা, এনজিও বা সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে। ফলে তাদের দারিদ্র ্য বিমোচনে এ চাষা প্রণালী ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।
তামাক চাষ কি পরিবেশবান্ধব ?	তামাক চাষ পরিবেশবান্ধব নয়। এ চাষের জমিতে একাধিক চাষ করা সম্ভব হয় না। এতে জমির উর্বতা শক্তি হ্রাস পায়। এরূপ চাষে অধিক পরিমাণ পানির ব্যবহার হয় এবং তামাক প্রক্রিয়ায় প্রচুর জ্বালানী কাঠ ব্যবহার হয়। এতে স্থানীয় বনজ সম্পদের ক্ষতি সাধন হচ্ছে এবং পনির সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।
প্রান্তিক কৃষকগণ তামাক চাষে অধিক আগ্রহী কেন?	তামাক চাষে উৎপাদিত পণ্যের বিপনন নিশ্চয়তা আছে। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। তাই স্থানীয় চাষীগণ তামাক চাষে অধিক আগ্রহী।
তামাক চাষ নির্মূলে উদ্যোগ সম্পর্কে বলুন	তামাক একটি পরিবেশ বিরোধী চাষ প্রণালী। এ ধরণের চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরণের ক্ষতিকর চাষ পরিহারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। যথা: ১. কৃষকদের মাঝে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা। ২. তামাকের বিকল্প চাষ প্রবর্তনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা। ৩. সরকারি ভাবে তামাক চাষ বিরোধী অভিযান ও প্রচারণা জোরদার করা ।

এফজিডি, লামা, বান্দরবান

অংশীজনদের বক্তব্য

ক্রমিক নং	অংশীজনের নাম ও পদবী	বক্তব্য
১.	উতংগ্য মার্মা (স্থানীয় কৃষক)	আমি একজন তামাক কৃষক। একই সাথে মরিচ ও ধান চাষ করি। বিগত ৭/৮ বছর যাবৎ চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করি। তামাক অত্যন্ত কষ্টসাধ্য চাষ। এ চাষে স্বল্প লাভ হবে এবং উৎপাদিত তামাক বিক্রির নিশ্চয়তা আছে। এ চাষে পরিবারের সদস্যরা যুক্ত থাকে। স্থানীয় কৃষকগণ যে ফসলে লাভ বেশী ঐ চাষে ঝুঁকে পড়ে। এ বছর কৃষকগণ অধিক হারে কোম্পানী কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন।
২.	আব্দুল খালেক (স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী)	আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং তামাকের দাদন দাতা। তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত। স্বল্প সময়ের জন্য এ ব্যবসা পরিচালিত হয়। বিশেষত ফসল উঠার পর (এপ্রিল/মে মাসে) স্বল্প সময়ে এ ব্যবসা পরিচালিত হয়। প্রতি মৌসুমে ৫-১০ লক্ষ টাকা দাদন প্রদান করি। দাদন প্রদান কালে জামানত হিসেবে চেক, স্টাম্পে লিখিত দলিল ও মৌখিক স্বাক্ষী গ্রহণ করা হয়। তামাক কোম্পানী সমূহ কৃষকদের চাষে লিপ্ত করে কিন্তু তারা ধরা ছোয়ার বাইরে থাকে। তামাকের মূল্য নির্ধারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব। এতে চাষীগণ ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ হতে বঞ্চিত হয়। ফলে ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতিতে বেশ অনিশ্চয়তা। দেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থান না থাকায় এরূপ অনিশ্চিত ব্যবসায় নিজেকে জড়িত করি।
৩.	মোঃ রাশেদুল ইসলাম (স্থানীয় সেচ প্রকল্প পরিচালক)	আমি একজন কৃষি সেচ প্রকল্প পরিচালক। আমি নিজে তামাক চাষ করি না। নিজের জমি লাগিয়ত প্রদান করি। যা প্রতি ৪০ শতক ৩০ হাজার টাকা হারে প্রদান করা হয়। প্রতি কানি বা ৪০ শতক সেচ মূল্য তামাকের ক্ষেত্রে ৩,৫০০ টাকা এবং ধান চাষের ক্ষেত্রে ২,৫০০ টাকা। তামাক চাষে অধিক পানির প্রয়োজন হয়, তাই তামাকের সেচ মূল্য বেশী। অধিক হারে তামাক চাষে স্থানীয় পানির উৎস নিশে:ষ হচ্ছে দিন দিন।
৪.	এমং মার্মা (গণ্যমান্য ব্যক্তি)	তামাক চাষ করে তুলনামূলক ভাবে বেশী লাভবান হওয়া যায় না। তামাক চাষীদের ৮০ শতাংশই কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তামাকের ফলন ঘরে উঠার পর কৃষকগণ দুঃশ্চিন্তায় থাকে। প্রায় শুনা যায় কৃষকগণ প্রত্যাশিত গ্রেড ও মূল্য পায় না। এ নিয়ে স্থানীয় ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিরাজ করে। তামাক বিক্রয় কালে দাদন দাতা ও দাদন গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় বিরোধের খবর শুনা যায়। তামাক চাষ করে চাষীগণ স্থায়ীভাবে উন্নতি করেছে এমন খবর কম।
৫.	মোঃ শাহাজাহান (সাবেক কাউন্সিলর, লামা পৌরসভা)	তামাক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর চাষাবাদ। তামাক কোম্পানীদের প্রলোভন এবং বিকল্প চাষ বা কর্মসংস্থান সংকটের কারণে স্থানীয় কৃষকগণ তামাক চাষে নিজেকে জড়িত করে। এ চাষের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি অধিক কিন্তু এ বিষয়ে কোম্পানীসমূহ কৃষকদের সচেতন করে না। এমনকি সরকারী ভাবেও তেমন সচেতনতামূলক উদ্যোগ নাই। স্থানীয় কৃষকগণ ব্যপক হারে তামাক চাষে জড়িত। বিকল্প চাষের ব্যবস্থা না করে এ চাষ বন্ধ করা সম্ভব নয়। কোম্পানীসমূহ তামাকের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণে গড়িমশি করে। সংক্ষুব্ধ কৃষকগণ তামাকের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য থানায় অভিযোগ করে এবং প্রশাসনের নিকট দাবী জানায়। স্বারকলিপি পেশ করে। প্রত্যেক কোম্পানী তামাকের মূল্য বা গ্রেড নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবৈলম্বন করে।

এফজিডি, লামা, বান্দরবান
স্থির চিত্র

এফজিডি, চকরিয়া, কক্সবাজার

ক্রমিক নং	অংশীজনের নাম ও ঠিকানা	বক্তব্য
১.	মো: জসিম উদ্দিন তামাক চাষী, কাকারা, চকরিয়া, কক্সবাজার	আমি বিগত ৩০ বছর যাবৎ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছি। বর্ষা মৌসুমে ধান এবং রবি মৌসুমে তামাক ও সবজি চাষ করি। আমি একজন বর্গা চাষী। যৌথ পরিবারে বসবাস কালে আমার পরিবার প্রায় ৪০ কানি বা ৮ একর জমিতে চাষাবাদ করতো। এখন আমি একক ভাবে ১০ কানি বা ২ একর জমিতে চাষাবাদ করি। যার মধ্যে ৬ কানি তামাক এবং ৪ কানি রবি শস্যের আবাদ। এ চাষ নিজস্ব ও তামাক কোমাম্পানীসমূহের বিনিয়োগকৃত পুঁজি দ্বারা পরিচালিত হয়। তামাক চাষে বিক্রির নিশ্চয়তা ও ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা তুলনামূলক বেশী। কিন্তু সবজী চাষে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা কম। তামাক চাষে লাভ বেশী তবে কৃষকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বিশেষত তামাক কিউরিং কালে পরিবারের সদস্যগণ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। এ চাষের জন্য প্রচুর জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন হয়। যা স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপযয়ে প্রভাব বিস্তার করে। তামাকের বিকল্প চাষ প্রবর্তনে সরকারি উদ্যোগ লক্ষ্যণীয় নয়। সামাজিক সচেতনতাও লক্ষ্যণীয় নয়।
২.	**নুর মোহাম্মদ** **সাবেক ইউ পি সদস্য, কাকারা, চকরিয়া,কক্সবাজার**	তামাক একটি পরিবেশ বিরোধী চাষাবাদ। এ ধারণের চাষ পরিবেশের ভারসম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ চাষ স্থানীয় বৃক্ষ নিধনের সাথে সম্পর্কিত। এ চাষে জড়িত কৃষক ও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এতে তাদের চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায়। তামাক কোম্পানীসমূহ চাষীদের পুঁজি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া স্থানীয় দাদন দাতাদের নিকট হতে কৃষকগণ পুঁজির সংস্থান করে। তামাক চাষে কোম্পানীসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। কিন্তু অন্যান্য চাষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সুদৃঢ় নয় এবং গুদামজাত করণের ব্যবস্থা নাই। চাষে জড়িত ৯০ শতাংশ কৃষক বর্গা চাষী। কোম্পানী ও দাদান দাতাদের পাওনা পরিশোধ করতে পারছে না কৃষকগণ। দাদান দাতাদের ভয়ে তারা পালিয়ে বেড়ায় এবং তামাক মৌসুমে এ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। কৃষকদের স্বার্থে এবং পরিবেশ রক্ষায় এ চাষ বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। বিকল্প চাষ প্রবর্তনে সরকারি উদ্যোগ জরুরী।
৩.	**মামুনুর রসিদ** **ঈমাম, কাকারা জামে মসজিদ, চকরিয়া, কক্সবাজার**	স্থানীয়ভাবে তামাক চাষের প্রতি কৃষকের আগ্রহ প্রবল। এ চাষে জড়িত কৃষকগণ কোম্পানী হতে এবং স্থানীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়। চাষ শেষে ফসল ঘরে উঠার পরও তারা ঋণগ্রস্থ থাকে। এ উপজেলায় অনেক ধরণের সবজী চাষ হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছে। এ ধরণে লাভজনক সবজী চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। চামাক চাষের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সময় সময় প্রচারণার জন্য মসজিদ ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রচারণা করা যায়।
৪.	**মোঃ শফি আলম** **তামাক শ্রমিক, চকরিয়া, কক্সবাজার।**	আমি একজন তামাক শমিক ও কৃষক। স্বল্প পরিসরে তামাক চাষ করি। পুঁজির ঘটতির জন্য অধিক হারে চাষ করতে পারি না। দৈনিক মজুরী ৮০০ টাকা। শ্রমিক সংকট, অন্যত্র হতে সংগ্রহ করতে হয়। তামাক কিউরিং কালে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। চিকিৎসকের নিকট যেতে হয়।
৫.	**মোঃ রেজাউল** **গণ্যমান্য ব্যক্তি, কাকারা, চকরিয়া, কক্সবাজার**	পূর্বে তামাক চাষে অধিক লাভ হতো। বর্তমানে লাভ তুলনামূক কম। এ চাষাবাদ প্রকৃয়ায় তামাক কিউরিংকালে প্রচুর জ্বালানী কাঠ প্রয়োজন যাতে গৃহস্থালীর বৃক্ষ নিধন হয়। এ চাষ প্রণালীতে অধিক পরিমাণ পানির প্রয়োজন। যার যোগান হয় স্থানীয় হ্রদ, পুকুর ও নদী হতে। ফলে স্থানীয় পানির উৎস নিঃশেষ হয়। তামাকের বিষ পানিতে পতিত হওয়ায় পানি বিষাক্ত হচ্ছে। তামাক চাষী চাষাবাদ পরিচালনার জন্য কোম্পানী, দাদন দাতা ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে কৃষকগণ দেশান্তরী হতে এবং অবৈধ পথে মালেশিয়া যাত্রা করছে। এ চাষ স্থানীয়ভাবে পরিহার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা ও সরকারি উদ্যোগ জরুরী।
৬.	**ওয়ারেছ চৌধুরী** **প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চকরিয়া, কক্সবাজার।**	স্থানীয় দরিদ্র্য কৃষি পরিবারের শিশুরা তামাক চাষে নিযুক্ত হয়। শিশুদের মধ্যে অসুস্থতা পরিলক্ষিত হয়। তামাক চাষ মৌসুমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম থাবে। তাছাড়া শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। শিশুদের শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। স্কুল মিটিং এর মাধ্যমে এ বিষয়ে শিশুর অভিবাবক মহলকে সতর্ক করা হয়। প্রত্যেক তামাক চুল্লি লোকালয়ে যা পরিবেশ বান্ধব নয়। জমির মালিকদের চাষাবাদের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব চাষে উৎসাহিত করতে হবে।

চকরিয়া, কক্সবাজার
স্থির চিত্র

গবেষণার উপসংহার ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধনা দেশ। দেশের অধিকাংশ মানুষের পেশা কৃষি। দেশে অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অনন্য। দেশের বর্তমান জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বর্তমান প্রচলিত চাষের মধ্যে তামাক অন্যতম। সবুজ পাতা বিশিষ্ট এ তামাক দেশের অর্থকরী ও নেশা জাতীয় ফসল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তামাক চাষ হয়। যেমন: বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, চাপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নঁওগা, গাইবান্ধা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ইত্যাদি। বৃটিশ আমলের নীল চাষের মতো তামাক কোম্পানীগুলো ক্ষুদ্র চাষীদের নানাবিধ সুবিধা দিয়ে তামাক চাষে প্রলুব্ধ করছে। এতে প্রান্তিক কৃষক ধান ও রবি শষ্যের চাষ পরিহার করছে। ফলে তামাক অধ্যুষিত এলাকায় ধান, তরকারী ও শাক-সব্জীর সংকট চরমে। একই সাথে তামাক প্রক্রিয়াকরণে ব্যপক জ্বালানী নিধন করতে হয়। যার সংস্থান হয় স্থানীয় ভাবে। তাই তামাক চাষ সংশ্লিষ্ট এলাকা বৃক্ষ নিধনের শিকার হয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা ক্রমাগত প্রাকৃতিক বিপর্যের সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি জমির পরিমাণ আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। প্রতিবছর আবাদাযোগ্য জমির ১ (এক) শতাংশ জমি অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। অপর দিকে দেশে ফসলী জমির পরিমাণ ও দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষকেরা অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় প্রথাগত চাষ থেকে বেরিয়ে ভিন্ন রকম শস্য ও ফসল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে। তামাক চাষ যার অন্যতম উদাহরণ। বিশ্বে তামাক চাষে কৃষি জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪ তম। বিশ্বে তামাক উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ১২ তম। তামাক চাষে সরকারের রাজস্ব আদায় হয় ২২,৮২০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রতিবছর দেশে অর্থনৈতেক ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। দেশে বার্ষিক চিকিৎসা ব্যয় ও উৎপাদনশীলতা ক্ষতির পরিমাণ ৩০,৫৬০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সর্বোচ্চ তামাক ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে ধুমপায়ী ব্যক্তির সংখ্যা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ । প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে ৩৫.৩ শতাংশ ব্যক্তি ধূমপানে অভ্যস্ত। তামাক সেবনকারীরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন: মুখ ও গলায় ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার, হাপানী , পেটে ঘা, হৃদরোগ, যৌন ক্ষমতা হ্রাস, পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), দীর্ঘস্থায়ী শাসকষ্ট, যক্ষা, বিবর্ন ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত, ক্ষতিগ্রস্থ মাড়ি, গর্ভপাত, মৃত শিশু, কম ওজন সম্পন্ন শিশুর জন্ম ইত্যাদি।

দেশের অধিকাংশ কৃষক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। কোন কোন চাষাবাদে একজন কৃষক নিজে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পতিত হয়। এতে চুড়ান্ত রূপে তার আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। তামাক চাষ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসম্য বিরোধী চাষাবাদ। যাহা একটি ভয়ংকর কৃষি পণ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) তথ্য মতে ৬ (ছয়) টি প্রধান কৃষি পণ্যের মধ্যে তামাক অন্যতম। কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় তামাকের চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । গত দশ বছরে বান্দরবান জেলায় তামাকের চাষ ২০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কমছে কৃষি জমি ও ফসলের চাষ। তামাকের আগ্রাসনে ধান, আলু, বেগুন, মুলা, সীম, টমেটো, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ ইত্যাদি শীতকালীণ ফসল বিলুপ্তির পথে। ফলে স্থানীয়ভাবে খাদ্য ও সবজীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার তামাকচাষীগণ অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় তামাক চাষ করে চলছে। কিন্তু বছর শেষে তারা আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাতের গবেষণার তথ্য মতে দেশে তামাকজাত পন্য ব্যবহারে প্রতিবছর ৭৬ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়। এতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীট ক্ষতি ১৬ হাজার ৬৩২ কোটি টাকা।

'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন: একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণার মূল লক্ষ্য তামাক চাষের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া। যার লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে: তামাক চাষের বিরুপ আর্থ সামাজিক প্রভাব নির্ণয় করা, পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান নিরুপন করা, স্বাস্থ্যগত শারীরিক ঝুঁকি সম্পর্কে জানা, তামাক বিকল্প চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা। গবেষণা পরবর্তী গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও ধারণা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা। যাতে তামাক চাষ অধ্যুষিত এলাকায় তামাক চাষের পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব এবং আর্থসামাজিক বাধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং সামাজিক সচেতনতা জোরদার করা। পরিচালিত এ গবেষণার মাধ্যমে কর্মএলাকার ৩ (তিন) টি ইউনিয়ন হতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে মোট ১২০ জন তামাক চাষীর সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া গবেষণা নক্সার আলোকে ৭ জন ব্যক্তি হতে (KII) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ২টি (FGD) পরিচালনা করে গবেবষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য উদঘাটন করা হয়।

তামাক চাষের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব এবং আর্থসামাজিক বাধা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

১. তামাক একটি ক্ষতিকর কৃষি পণ্য। পার্বত্য এলাকায় এরূপ ভয়ঙ্কর চাষাদের পরিবর্তে বিকল্প চাষাবাদ প্রবর্তনে পার্বত্যচট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিশেষ প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২. তামাক চাষ স্থানীয়ভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। এ চাষের ক্ষতিকর চিত্র সম্পর্কে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা জোরদার করতে হবে;

৩. তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা, ক্ষতিকর চাষাবাদ পরিহার ও বিকল্প চাষ প্রবর্তনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪. তামাক চাষ স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন হ্রাস করছে, জমির উৎপাদ শক্তি হ্রাস করে এবং মানব জীবনের জন্য ক্ষতিকর। এ রূপ ক্ষতিকর চাষপ্রণালী পরিহারে কৃষি বিভাগের পক্ষে বিশেষ প্রণোদনামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৫. তামাক চাষ মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরণের চাষে জড়িত কৃষক, কৃষক পরিবার ও প্রতিবেশীগণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে প্রতিত হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তাই স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সচেতনতা জোরদারকরণে সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে;

৬. সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোন খাস জমিতে তামাক চাষের জন্য লিজ প্রদান করা যাবে না;

৭. স্থানীয় জমির মালিকগণ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন চাষের জন্য কৃষকদের জমি বর্গা বা লীজ প্রদান করার বিষয়ে সচেতন করতে হবে;

৮. তামাক চাষে শিশুরা শ্রমিক হিসেবে জড়িয়ে যায় যা, তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগকে স্থানীয় সুধী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে যাতে শিশুগণ ঝুঁকিপূর্ণ কৃষি কাজে জড়িত না হয়;

৯. তামাক চাষ দেশের খাদ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখছে না বরং আবাদযোগ্য কৃষি জমি গ্রাস করছে এবং পরিবেষের বিপযয় ঘটাচ্ছে। ইহা দেশের পরিবেশের ভারসম্য রক্ষার ক্ষেত্রে হুমকী। এরূপ চাষ নির্মূলে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে প্রচারণা চালাতে হবে;

১০. দেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র্য। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক এবং মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য হুমকী নয় এরূপ বিকল্প চাষ প্রবর্তনে তামাক চাষ অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ প্রচারণা চালাতে হবে।

তামাক চাষের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব: বান্দরবান জেলাভিত্তিক সমীক্ষা

(গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হবে তামাক চাষী, পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী ও অন্যান্য উৎস ছুতে প্রকাশ্যে ও গোপনে সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবল গবেষণাকাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

সাক্ষাৎকার অনুসূচীঃ

ক. তামাক চাষী জনমিতিক তথ্য :

১. তামাক চাষীর নাম :

২. ঠিকানা :

৩. লিঙ্গ (টিক চিহ্ন দিন): ক) পুরুষ খ) মহিলা গ) হিজড়া

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা (টিক চিহ্ন দিন) :

ক) নিরক্ষর খ) স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন গ) প্রাথমিক ঘ) জেএসসি

ঙ) এসএসসি চ) উচ্চমাধ্যমিক ছ) গ্র্যাজুয়েশন জ) তদুর্দ্ধ

৫. পরিবারের ধরণঃ ক) একক পরিবার খ) যৌথ পরিবার গ) অন্যান্য

৬. সন্তান সন্তানাদির সংখ্যা (বিবাহিদের ক্ষেত্রে), ক) ১-২ জন খ) ৩ জন বা তদুর্দ্ধ

খ. তামাক চাষীদের আর্থ-সামাজিক তথ্য:

১. তামাক চাষের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি :

ক) খুব ভাল খ) ভাল গ) মোটামুটি ঘ) খারাপ

ঙ) খুব খারাপ চ) অন্যান্য

২. তামাক চাষীদের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি :

ক) খুব ভাল খ) ভাল গ) মোটামুটি ঘ) খারাপ

ঙ) খুব খারাপ চ) অন্যান্য

৩. তামাক চাষের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি :

ক) খুব ভাল খ) ভাল গ) মোটামুটি ঘ) খারাপ

ঙ) খুব খারাপ চ) অন্যান্য

৪. তামাক চাষীদের আয়ের উৎস :

ক) তামাক চাষ খ) অন্যান্য কৃষি কাজ গ) ক্ষুদ্র ব্যবসা ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি

ঙ) অপ্রাতিষ্ঠানিক চাকরি চ) অন্যান্য

৫. তামাক চাষীর মাসিক আয় :

ক) ০-৪০০০ টাকা খ) ৫০০০-১০০০০ গ) ১০০০০ টাকার উর্দ্ধে

৭. তামাক চাষীর মাসিক সঞ্চয় :

ক) ২০০০ টাকা খ) ৩০০০ টাকা গ) ৫০০০ টাকা

৯. তামাক চাষীর মাসিক ব্যয়ঃ

ক) ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খ) ৬-১০ হাজার টাকা গ) ১১-১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘ) ১৫০০০টাকার উর্দ্ধে

১০. তামাক চাষীর আবাসন ব্যবস্থাঃ

ক) পাকা খ) আধা পাকা গ) কাঁচা ঘ) অন্যান্য

১১. চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর সামর্থ্যঃ

ক) সক্ষম খ) মোটামুটি সক্ষম গ) আর্থিক সংকট ঘ) অন্যান্য

১২. সন্তানদের শিক্ষাগত অবস্থা :

ক) সন্তানেরা নিয়মিত স্কুলে যায় খ) নিয়মিত স্কুলে যায় না

গ) স্কুলকালে তামাক ক্ষেতে কাজ করে ঘ) মোটেও যায় না

গ. তামাক চাষ সর্ম্পকিত তথ্য:

১. তামাক চাষীদের জমির উৎস:

ক) নিজস্ব খ) বর্গা গ) বার্ষিক লীজ বা লাগিয়ত ঘ) সরকারি খাস জমি

ঙ) অন্যান্য

২. কৃষক প্রতি তামাক চাষের পরিমাণ:

ক) ১ একর খ) ২ একর গ) ৩ একর ঘ) ৪ একর

ঙ) অন্যান্য

৩. তামাক চাষের বিশেষ আগ্রহের কারণ:

ক) অধিক মুনফা খ) কৃষি উপকরণ সহজলভ্য গ) অধিক ফলন ঘ) বিকল্প চাষের অভাব

ঙ) অন্যান্য চাষে বাধা

৪. তামাক চাষীদের অর্থ সংস্থানের উৎস:

ক) নিজস্ব খ) তামাক কোম্পানী গ) ব্যাংক ঘ) কৃষি বিভাগ

ঙ) দাদন শ্রেণী চ) এনজিও

৫. উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণকারী পক্ষ:

ক) কৃষক খ) কৃষক সংগঠন খ) তামাক কোম্পানী ঘ) কৃষি বিভাগ

ঙ) স্থানীয় প্রশাসন

৬. তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কিউরিং পদ্ধতি:

ক) রৌদ্রে পুড়িয়ে খ) আগুনে পুড়িয়ে গ) অন্যান্য

৭. তামাক কিউরিং এ ব্যবহৃত জ্বালানীর উৎস:

ক) স্থানীয় বনভূমির জ্বালানী কাঠ খ) বসতভিটার রোপণকৃত বৃক্ষ

গ) তামাক কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহকৃত জ্বালানী ঘ) স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত

৮. প্রতি বেল তামাক কিউরিং এ কি পরিমাণ জ্বালানী প্রয়োজন:

ঘ. তামাক চাষীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা:

১. তামাক চাষীরা কি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগে:

ক) হ্যাঁ খ) না গ) অন্যান্য

২. তামাক চাষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সর্ম্পকে ধারনা প্রদানকারী সংস্থা:

ক) তামাক কোম্পানী খ) স্থানীয় প্রশাসন গ) স্বাস্থ্য বিভাগ ঘ) সামাজিক সংগঠন

ঙ) কেউ নহে

৩. তামাক চাষীরা কোন কোন ধরনের রোগে ভুগে :

৪. পরিবারে সদস্যরা কোন কোন ধরনের রোগে ভুগে :

৫. তামাক চাষীর বার্ষিক চিকিৎসা ব্যয় :

ক) ৫ হাজার খ) ১০ হাজার গ) ২০ হাজার ঘ) ৩০ হাজার

৬. তামাক কোম্পানী কর্তৃক চাষীদের কোন চিকিৎসা সহয়তা প্রদান করা হয়:

ক) হ্যাঁ খ) না

ঙ. তামাক চাষের পরিবেশগত প্রভাব:

১. তামাক চাষ কি পরিবেশ বান্ধব:

ক) হ্যাঁ খ) না

২. তামাক চাষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে:

ক. গৃহস্থালীর বৃক্ষ নিধন খ. বনভূমির বৃক্ষ নিধন

গ. তন্দুলের ধোঁয়া পরিবেশে দূষণ করে ঘ. অন্যান্য

৩. কৃষি জমির উর্বরতা শক্তির উপর প্রভাব:

ক) উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে খ) উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে

গ) উর্বরতা শক্তি স্থিতিশীল রাখে ঘ) অন্যান্য

৪. তামাক চাষের ফলে স্থানীয় জল প্রবাহের উপর প্রভাব:

ক) নদী নালার জল প্রবাহ বৃদ্ধি করে খ) নদীর নাব্যতা হ্রাস করে

গ) বিশুদ্ধ পানির উৎস নিঃশেষ করে ঘ) অন্যান্য

৫. গবাদি পশু লালন-পালন ও জীববৈচিত্রের উপর প্রভাব:

ক) গবাদি পশু লালন-পালন বেড়ে যায় খ) গবাদি পশু লালন-পালন হ্রাস পায়

গ) জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘ) অন্যান্য

মঙ্গলবার

সমকাল

৬ | সম্পাদকীয় ও মতামত

সমকাল

তামাক চাষ নিয়ে চলছে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ

■ সমকাল প্রতিবেদক

'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন: একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে এক মাঠ থেকে অপর মাঠে ছুটে যাচ্ছেন প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ। তিনি জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অধ্যক্ষ। একটি চাষ প্রকার কীভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণের জন্যেই এ গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গবেষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. হাফিজ উদ্দিন ভূইয়া তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সংযুক্ত আছেন। গবেষণার কর্ম এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে বান্দরবানের লামা ও আলীকদম উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা।

প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ বলেন, 'গবেষণার যথাযথ ফলাফল নির্ণয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে তামাক চাষের জনমিতিক, তামাক চাষিদের আর্থসামাজিক, চাষিদের স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ১৫০ তামাক চাষির কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। গুণগত গবেষণার অংশ হিসেবে গবেষণা এলাকায় দুটি এফজিডি এবং ১০টি কেস পরিচালনা করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হবে। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা জোরদার করার জন্য সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে।'

জাতীয়
সারাদেশ
রাজনীতি
অর্থনীতি

www.paharerkatha.com

পাহাড়ের কথা
সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা বলে

বিজ্ঞাপন দিন

প্রিন্ট এর তারিখঃ সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫, ৪:৫০ এ.এম || প্রকাশের তারিখঃ সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫, ৪:৪৭ পূর্বাহ্ণ

বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় 'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন' গবেষণা চলছে

মো. নুরুল করিম আরমান |

তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং সামাজিক সচেতনতা জোরদার করার লক্ষ্যে বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় 'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন: একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা শুরু হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত এ গবেষণা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গৃহীত হয়। এ গবেষণার প্রকল্প পরিচালক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ঢাকা'র অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'র অধ্যাপক ড. হাফিজ উদ্দিন ভূইয়া তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সংযুক্ত আছেন। যথাযথ ফলাফল নির্ণয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে তামাক চাষের জনমিতিক তথ্য, তামাক চাষীদের আর্থসামাজিক তথ্য, তামাক চাষ সম্পর্কিত তথ্য, চাষীদের স্বাস্থ্যগত তথ্য ও পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ গবেষণার পরিকল্পনা অনুসারে ১৫০ তামাক চাষী হতে সাক্ষাৎ গ্রহণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ গবেষণার কর্ম এলাকা হিসেবে তামাক চাষ অধ্যুষিত বান্দরবান জেলার লামা ও আলীকদম উপজেলাসহ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা চিহ্নিত করা হয়।

এ ধারাবাহিকতায় গুনগত তথ্য সংগ্রহের জন্য এক এফজিডি সভা লামা পৌরসভা এলাকার ছাগল খাইয়া হেডম্যান পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে তামাক চাষি, ব্যবসায়ী, হেডম্যান, কারবারি, জনপ্রতিনিধি ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। এ গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, কর্তৃপক্ষ ও তামাক চাষিগণ তামাক চাষের পরিবেশগত বিপর্যয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। একইসাথে চাষিগণ বিকল্প চাষের সন্ধান করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সক্ষম হবে বলে জানান, গবেষণার প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ। তিনি বলেন, দ্রুত গবেষণা কর্ম শেষে চুড়ান্ত প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদপ্তর বরাবর পেশ করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা জোরদার করার জন্য সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে। মূলত প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা জোরদার করার লক্ষ্যে এ গবেষণা। গবেষণা কর্মটি একটি তত্ত্ব উদঘাটনমূলক ও সামাজিক নমুনায়ন জরিপ। গুণগত গবেষণার লক্ষ্যে এ কর্মটি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধান সম্পাদক : বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রিয়দর্শী বড়ুয়া, প্রকাশক : প্রদীপ কান্তি দাশ, সম্পাদক : মো. নুরুল করিম আরমান, আইন বিষয়ক উপদেষ্টা : এ্যাডভোকেট ফয়সাল আজিজ।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : প্রেসক্লাব ভবন (দ্বিতীয় তলা), প্রধান সড়ক, লামা পৌরসভা, বান্দরবান

ই-মেইল paharerkatha@gmail.com, মোবাইল: ০১৭৫০৪৪৪৯৯৬/০১৮১৪৮৪৫০৭৩

© সর্বস্বত্ব স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষিত

দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করছেন প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ

কক্সবাজার ও বান্দরবানে তামাক চাষ পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন নিয়ে চলছে গবেষণা

লামা প্রতিনিধি

তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং সামাজিক সচেতনতা জোরদার করার লক্ষ্যে বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় 'তামাক চাষের পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা শুরু হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত এ গবেষণা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গৃহীত হয়।

এ গবেষণার প্রকল্প পরিচালক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ঢাকা'র অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাফিজ উদ্দিন ভূঁইয়া তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সংযুক্ত আছেন। যথাযথ ফলাফল নির্ণয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে তামাক চাষের জনমিতিক তথ্য, তামাক চাষীদের আর্থসামাজিক তথ্য, তামাক চাষ সম্পর্কিত তথ্য, চাষীদের স্বাস্থ্যগত তথ্য ও পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ গবেষণার পরিকল্পনা অনুসারে ১৫০ তামাক চাষীর সাক্ষাৎ গ্রহণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ গবেষণার কর্ম এলাকা হিসেবে তামাক চাষ অধ্যুষিত বান্দরবান জেলার লামা ও আলীকদম উপজেলাসহ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা চিহ্নিত করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য এক এফজিডি সভা লামা পৌরসভা এলাকার ছাগল খাইয়া হেডম্যান পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে তামাক চাষী, ব্যবসায়ী, হেডম্যান, কারবারি, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন

মূলত এ গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, কর্তৃপক্ষ তামাক চাষীগণ তামাক চাষের পরিবেশগত বিপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। একই সাথে চাষীগণ বিক চাষের সন্ধান করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয় সক্ষম হবে বলে জানান গবেষণার প্রকল্প পরিচাল মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ।

তিনি বলেন, দ্রুত গবেষণা কর্ম শেষে চূড়ান্ত প্রতিবে সমাজসেবা অধিদপ্তর বরাবর পেশ করার পাশাপা সামাজিক সচেতনতা জোরদার করার জন্য সেমিনার কর্মশালা আয়োজন করা হবে। মূলত প্রাকৃতিক বিপ প্রতিরোধ ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা জোরদার কর লক্ষ্যে এ গবেষণা। গবেষণা কর্মটি একটি উদ্ঘাটনমূলক ও সামাজিক নমুনায়ন জরিপ। গুণ গবেষণার লক্ষ্যে এ কর্মটি পরিচালিত হচ্ছে।

The Daily Post

Research on impact of tobacco farming runs

Lama Correspondent

A research program has been started to assess the environmental and socio-economic impact of tobacco farming in Bandarban and Cox's Bazar as well as to increase social awareness.

The title of the study is "Assessment of Environmental and Socio-Economic Impact of Tobacco Farming: A Survey".

This research program was undertaken in the fiscal year 2024-2025 under the initiative of the Department of Social Services and under the Ministry of Social Welfare. Mohammad Shahi Newaz, Principal of the National Social Service Academy, Dhaka, is serving as the project director of the research. And Professor Dr Hafiz Uddin Bhuiyan, Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka, is involved as the supervisor.

As part of the research, demographics of tobacco farming, socio-economic status of farmers, information related to tobacco farming, health impacts and environmental information are being collected at the field level. 150 tobacco farmers have already been interviewed. Lama and Alikadam upazilas of Bandarban and Chakaria upazila of Cox's Bazar have been identified as the work areas.

As part of qualitative data collection, an FGD meeting was held in the Chhagal Khaiya Headman Para of Lama Municipality. Tobacco farmers, traders, headmen, traders, public representatives and dignitaries participated in it.

Project Director Mohammad Shahi Newaz said that through this research, local people, authorities and tobacco farmers will be aware of the environmental damage caused by tobacco farming. In addition, farmers will be able to improve their socio-economic conditions by cultivating alternative crops. He further said that after the completion of the research, the final report will be submitted to the Department of Social Services soon and seminars and workshops will be organized to increase social awareness.

The main objective of this research is to prevent natural disasters and strengthen awareness about the environment. This is an exploratory and social sample-based survey, which is being conducted as part of qualitative research.

গবেষক দলের পরিচিতি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	গবেষক পরিচিতি	ছবি
০১	**মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ** সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	গবেষক	
০২	**ড. হাফিজ উদ্দিন ভুইয়া** অধ্যাপক সমাজকল্যাণ ও গবেষনা ইন্সটিটিউট, ঢাবি.	তত্ত্বাবধায়ক	
০৩	**মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মাহবুব** প্রভাষক জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি,ঢাকা মোবাইল:০১৭১৬৫০১০১৮	সহকারী গবেষক	
০৪	**মো: আলমগীর হোসেন** নির্বাহী পরিচালক ও সাধারণ সম্পাদক মাতামহুরী সমাজকল্যাণ পরিষদ, লামা রেজি: নং-বান্দ-২৬২/২০১৪ মোবাইল: ০১৮১৪৭০২০২৫	সহকারী গবেষক	
০৫	**নাহিদা আক্তার** শিক্ষার্থী সমাজকর্ম বিভাগ চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ	প্রধান তথ্য সংগ্রহকারী ও ডাটা প্রসেসর	
০৬	**শিমূল কর** ফির্ল্ড সুপারভাইজার,	তথ্য সংগ্রহকারী কাকারা, চকরিয়া	
০৭	**নার্গিস আক্তার** ইউনিয়ন সমাজকর্মী	তথ্য সংগ্রহকারী লামা ও আলীকদম	